খবরের ঘন্টা
দোল যাত্রা
এবারের সংখ্যার আকর্ষণ
• দোলযাত্রার মাহাত্ম্য
• নানা ফুল নিয়ে দোল খেলে প্রকৃতি!!
• দোলযাত্রা ঃ কিভাবে ত্বকের যত্ন করবেন
• কেমিক্যালবিহীন আবীর

NEW RAMKRISHNA SEVA SADAN

A MULTI SPECIALITY NURSING HOME

DR. G. B. DAS MD, FICS, FICOG
INFERTILITY SPECIALIST
LAPAROSCOPIC SURGEON

Prof. DR. BENU GOPAL DAS M.S. (ORTHO)
ORTHOPAEDIC SURGEON & TRAUMATOLOGIST
PROFESSOR, Dept. of Orthopaedics, MGM Medical College, Kishanganj
SILIGURI SCAN CENTRE 3, Rash Behari Sarani, Tel : 0353-2430689

:: FACILITIES AVAILABLE ::

NEONATAL I.C.U
- NEONATAL VENTILATOR
- C-PAP ◆RADIANT WARMERS
- LED PHOTOTHERAPY
- CENTRAL OXYGEN
- SYRINGE PUMP
- PAEDIATRIC MONITORS

LAPAROSCOPIC SURGERY
- KARL STORZ LAPAROSCOPY & HYSTEROSCOPY INSTRUMENTS WITH 3 CHIP CAMERA
- 250 WATT ZENON LIGHT SOURCE LED LIGHT
- AUTOMATIC GAS INSUFLATOR
- HYSTEROMAT
- ERBE-VIO-D DIATHERMY MACHINE

INFERTILITY SERVICES
- IVF (Test Tube Baby)
- I.U.I. – INTRA UTERINE INSEMINATION {DONOR & HUSBAND}
- SPERM BANKING FACILITY
- VIDEO HYSTERO LAPAROSCOPIC EVALUATION AND TREATMENT.
- HORMONAL ASSAYS BY COMPUTERISED ANALYSER.
- FOLLICULOMETRY BY TVS.

GYNAECOLOGY & OBSTETRICS
- BED SIDE MONITORS
- FOETAL MONITORS
- 4 NOS CARDIOTOCOGRAPHS
- 10 NOS FOETAL DOPPLERS

ORTHOPEDIC SURGERY
- DEDICATED O.T. WITH C-ARM X–RAY FACILITY

Also Available :
GENERAL SURGERY -
- **LAP CHOLECYSTECTOMY - KEYHOLE SURGERY**
- **LAP APPENDECTOMY**
- **SURGERY OF HERNIA, PILES, TUMOUR, COLON ETC.**

SPECIAL ECONOMICAL PACKAGES AVAILABLE FOR LAPAROSCOPIC REMOVAL OF GALL BLADDER FOR GALL BLADDER STONE, ORTHOPAEDIC & GYNAECOLOGICAL OPERATIONS.

◆TWO SPACIOUS OPERATION ROOMS ◆COMPUTERISED AUTOMATIC AUTOCLAVE MACHINE
◆IN HOUSE PATHOLOGY ◆QUALIFIED SISTERS ◆24 HOUR PHARMACY

RAMKRISHNA IVF CENTRE

(A Unit of True Value Fertility Care Pvt. Ltd.)
Nazrul Sarani, Pakurtala More, Ashrampara, Siliguri | Contact No. 74073 24618

DR. RITUPARNA DAS M.D.
INFERTILITY SPECIALIST

Facilities Available :
IVF | IUI | OVUM DONATION | EGG SHARING | EMBRYO DONATION
ICSI | TESA | PESA | SURROGACY | SEMEN BANK | EMBRYO FREEZING
SEMEN ANALYSIS | ULTRASONOGRAPHY FOR IVF, IUI

Please Feel Free To Contact For Any Query
RECEPTION : 80160 84200, 97332 77777, 0353-2430622,
NAZRUL SARANI, PAKURTALA MORE, ASHRAM PARA, SILIGURI
email : ramkrishnanursinghome@yahoo.in / drgbdas_rknh@yahoo.co.in | website : www.newramkrishnasevasadan.com

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

BETHEL INSTITUTE FOR THEOLOGICAL STUDIES.

BETHEL INSTITUTE FOR THEOLOGICAL STUDIES

“Your word is a lamp to my feet And a light to my path. *Psalm 119 : 105*

BACHELOR IN Theology

LAST DATE OF APPLICATION : 30TH MARCH 2021

BETHEL, KAZIMAN PRADHAN ROAD, METHIBARI
DARJEELING 734002

+91 353 2474517 / +91 96143 02436

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- ★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- ★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- ★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- ★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- ★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- ★ BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- ★ PAUL AUTOMOBILES
- ★ M&C IRON STORES
- ★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

ভাবনা। ভোটের অধিকার আমাদের সকল নাগরিকের রয়েছে। কিন্তু একদিকে ভোট, আরেকদিকে করোনা আরেকদিকে বসন্ত উৎসব। ফলে সচেতনতা কিন্তু খুব জরুরি। ভোট যেন এখন অনেকটা আতঙ্কের মতো। আগে ভোট এলে আনন্দ হোত। এখন সেই আনন্দ হয় না, ভোট মানে আতঙ্ক। এবারে যেন সেই আতঙ্ক আরও বেশি মনে হচ্ছে। আমরা চাই ভোট হোক শান্তিতে। ভোটে মারামারি, কাটাকাটি একদম কাম্য নয়। সকলকেই সতর্কভাবে তাই চলা দরকার। এইসব সতর্কবার্তার মধ্যেই আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা মেলে ধরতে চাই। গত ৫ মার্চ শিলিগুড়ি সেভক রোডের সৌভাগ্য প্যালেসে আমার কন্যা বিনীতা শুভ বিয়ে সম্পন্ন হয় রাজের সঙ্গে। বিনীতার মা কবিতা পাল ছোট থেকেই বেশ পরিশ্রম করেছেন বিনীতার

পিছনে। নার্সারি থেকে কলেজে যাওয়া পর্যন্ত অনবরত ওর মা বিনীতার সঙ্গে থেকে সবসময় উৎসাহ প্রদান করতো। টিউশনে পৌছে দেওয়া, গানের ক্লাসে নিয়ে যাওয়া সবই করতেন আমার স্ত্রী। বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিযোগিতা থেকে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছে বিনীতা। বাংলা গান উৎসব থেকে পুরস্কার , যুব কল্যান দপ্তরের পুরস্কার সবই পেয়েছে বিনীত ।কলকাতাতেও অনুষ্ঠান করেছে। তারপর এলাহাবাদে সর্বভারতীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কার ।সেখানে একটি পুরস্কার নিতে গিয়ে তিনি গোল্ড মেডেল জিতে এসেছে। ওর মায়ের ওকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিলো। কিন্তু ওর মা কবিতা ২০২০ সালের

জানুয়ারি মাসে আমাদের সকলের মায়া ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। বিনীতা ওর মায়ের অনেক স্বপ্ন পুরন করেছে কিন্তু আজ ওর মা নেই। বিনীতা এখন সাংবাদিকতা করছে। প্রথমে ছিল দ্য স্টেটসম্যানে, তারপর দ্য টেলিগ্রাফে। এখনও দ্য টেলিগ্রাফেই রয়েছে।এসবের পিছনে ওর মা সবসময় উৎসাহ দিতো। বিনীতার শুভ বিবাহ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বহু মানুষ ওদের আশীর্বাদ করেছে। আগামী দিনে ও আরও ভালো থাকুক, এই থাকলো প্রার্থনা। ওর মা কবিতা পাল আমাকেও বিভিন্ন সামাজিক কাজে উৎসাহ দিতো। ওর মায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই আমরা কিছু সামাজিক কাজ করেছি। আগামীদিনেও করে যাবো। গত ১২ জানুয়ারি প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মের পাশাপাশি সামাজিক কাজ করেছি।

সবশেষে সকলকে আবারও দোল যাত্রার শুভেচ্ছা থাকলো ।সকলে ভালো থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক)

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. IV Issue-8

1st March-31st March 2021 **Dol Yatra**

চতুর্থ বর্ষ-সংখ্যা-৮ দোল যাত্রা
১৪ই চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৮শে মার্চ ২০২১, দোল যাত্রা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমূল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (সমাজসেবিকা)
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (সমাজকর্মী)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
শ্যামল সরকার (শিল্পোদ্যোগী)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)

Rs. 20/-

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor ঃ Bapi Ghosh
Asstt. Editor ঃ Shilpi Palit
Cover ঃ Shamik Dutta
Laser Typing ঃ Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh. Published from Matrivilla, Arabindapally, Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri. Editor Bapi Ghosh.

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা..................মুসাফীর....০৪
সকলকে দোল পূর্ণিমার শুভেচ্ছা.........................শিল্পী পালিত...০৮
অসুরিক প্রবৃত্তি দমনেই হোলির সার্থকতা............কবিতা বণিক...০৮
নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ রাধাকৃষ্ণের দোল পূর্ণিমা
ও গৌড় পূর্ণিমা.........................স্বামী ভক্তিনিলয় জনার্দন..........১০
দোলে বজায় থাকুক শান্তি.................জ্যোৎস্না আগরওয়ালা.......১৫
দোলযাত্রার মাহাত্ম্য.........................স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস......১৬
বসন্ত এসে গেছে.........................রুপকথা চট্টোপাধ্যায়.............১৬
শিলিগুড়ি শক্তিগড় গৌড়ীয় মঠে
.........................দোলযাত্রা...ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ.............১৭
নানা ফুল নিয়ে দোল খেলে প্রকৃতি...........অশোক সরকার........১৮
দোলঃ করোনা কিন্তু যায় নি....................ডাঃ জি বি দাস.............২২
দোলযাত্রায় ত্বকের যত্ন............... ডাঃ প্রকাশ আগরওয়ালা........২৩
দোলযাত্রা ঃ কিভাবে ত্বকের যত্ন করবেন..ডাঃ পি কে ভোপালকা..২৪
দোলের তাৎপর্য্য.........................সুশ্বেতা বোস.........................২৫
সকলকে দোলের শুভেচ্ছা..................মৃনাল পাল.....................২৭
দোল ও ভোট.................সঞ্জীব শিকদার.................................২৯
দোলযাত্রায় সতর্ক বার্তা.................বিপ্লব সরকার.....................২৯
আমরা কেমিক্যালবিহীন আবীর তৈরী করছি.......কৈলাশ শর্মা....৩০
বসন্ত উৎসব, করোনা ও ভোট.................নির্মল কুমার পাল......৩১

ঃ কবিতা ঃ

বিরহ...রিয়া মুখার্জী...................০৯
বসন্ত ও বৈষ্ণব দাঁড়কাক.........................সুলেখা সরকার..........০৯
বসন্ত সঙ্গীত.........................নির্মলেন্দু দাস...............................১৪
বিরহী বসন্ত...গোপা দাস...........১৪
বসন্তের রাণী...মুকুল দাস...........১৫

ঃ সাক্ষাতকার ঃ

নারী পাচারের বিরুদ্ধে লড়ছেন প্রেমলতা স্যামুয়েল....................১৯

ঃ প্রতিবেদন ঃ

শিবমন্দিরে তিন বান্ধবীর ব্যতিক্রমী সৃজন.................................২৭

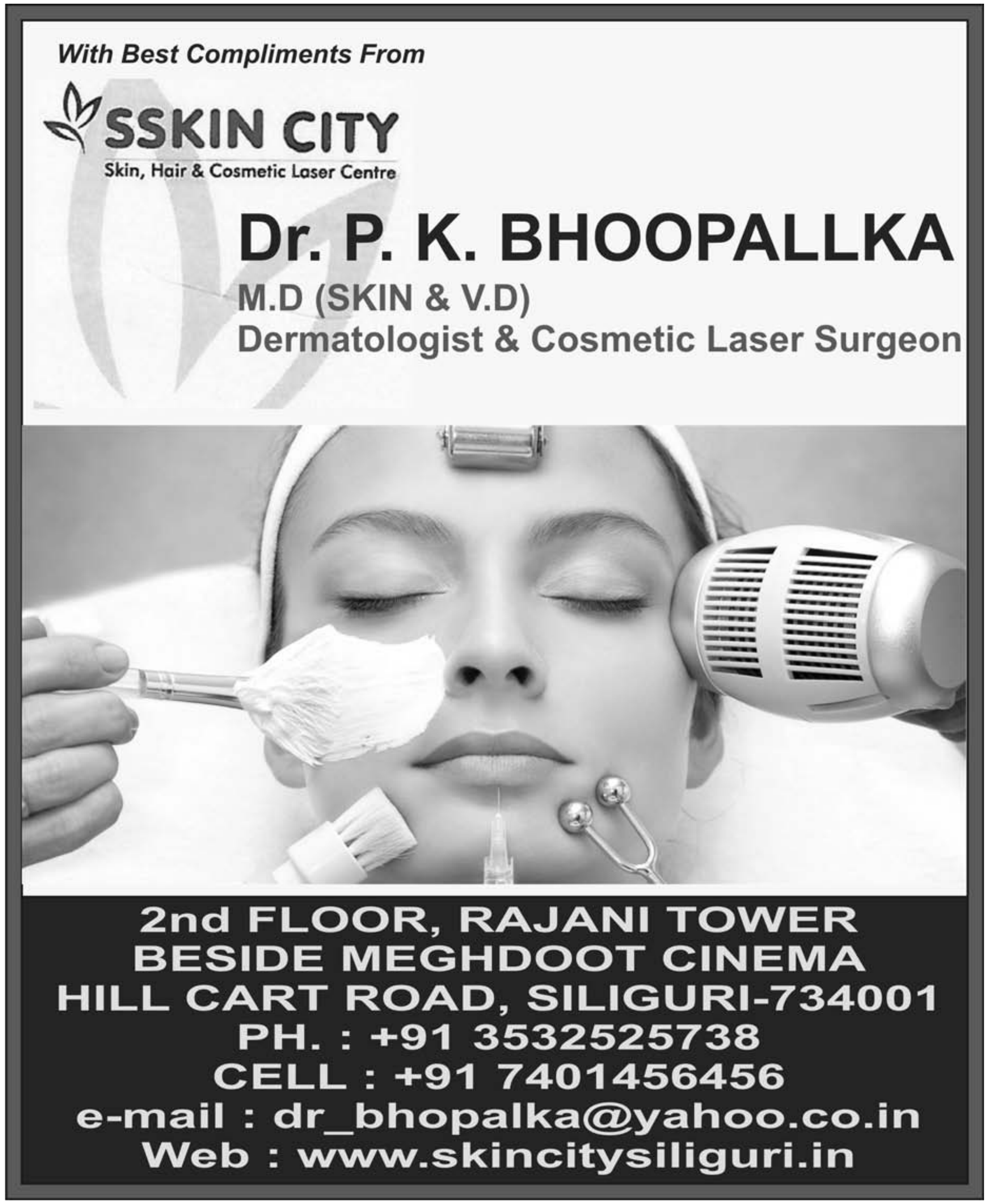

যাকে আমরা বলছি জৈব আবীর। বাজারে অনেক রাসায়নিক বা কেমিক্যাল আবীর ভরে গিয়েছে। সেই কেমিক্যাল আবীর শরীরের অনেক ক্ষতি করে। তাই আমরা ধ্যান দিয়েছে জৈব আবীর তৈরিতে। অ্যারারুটের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্য এবং সেন্ট মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে সেই আবীর। রাঙাপানির কাছে রয়েছে কামারগছ গ্রাম। সেই গ্রামের মহিলারা সেই আবীর তৈরির কাজে নেমেছেন। তাদেরকে আমরা কাজে নামিয়েছি। এর আগে দুবার আমরা এই ধরনের আবীর তৈরি করি। এবারে আরও বেশি করে তা তৈরি হচ্ছে।একদিকে এই আবীরের মাধ্যমে রাসায়নিক আবীরের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে আবার কিছু মহিলার কর্মসংস্থান হচ্ছে। আমরা এবারে স্থির করেছি, ওই গ্রামের যেসব ছেলেমেয়ে করোনার জেরে লেখাপড়া বাদ দিয়ে দিয়েছে,তাদেরপড়াশোনাও আবার তারা নতুন করে শুরু করবেন।তাদেরকে নিয়ে তাদের ডিজিটাল এডুকেশন শুরু হচ্ছে। এভাবে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজ আমরা করে থাকি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি সন্তোষীনগরের সালাসর সেবা আশ্রমের একজন সমাজসেবী)

বসন্ত উৎসব , করোনা ও ভোট

নির্মল কুমার পাল

সকলকে বসন্ত উৎসব বা দোল যাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমরা ছেলেবেলায় শুনে এসেছি, দোলে আবীর খেলার যে উৎসব তা থেকে রোগ প্রতিরোধক একটা শক্তি তৈরি হয়। সেভাবে নির্ভেজাল আবীর দিয়ে সতর্কভাবে দোল খেললে শরীরে রোগ প্রবেশ করতে পারে না। তবে এই সময় আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে।ঠান্ডা-গরমের প্রভাব। ফলে দোল খেলার সময় একটা সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করা প্রয়োজন। আরও বিশেষ কথা হলো, করোনা কিন্তু এখনও বিদায় নেয়নি। ফলে আমাদের মাস্ক ব্যবহার করা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, স্যানিটাইজার ব্যবহার করার দিকে অবহেলা করলে চলবে না। তাছাড়া মাস্ক ব্যবহার কিন্তু শুধু করোনা ঠেকাতে কাজ করবে তা নয়, মাস্ক আমাদের বাতাসের অনেক ধুলোবালি থেকেও রক্ষা করে। এই সময় আবহাওয়া শুস্ক। বাতাসে অনেক ধুলিকনা ভেসে বেড়ায়। মাস্ক সেদিক থেকেও আমাদের রক্ষা করে। করোনার মধ্যেই চলে এসেছে ভোট। ভোট একটি ইতিবাচক

আমরা কেমিক্যালবিহীন আবীর তৈরি করছি

কৈলাশ শর্মা

সকলকে শুভ দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। করোনার এই আবহে সবাই ভালো থাকুন এই থাকলো প্রার্থনা। করোনা এখনও বিদায় নেয়নি। তাই সবাই সাবধানে থাকুন। এবারে আমি যে বার্তা দেবো তা হলো, আমরা এবারে নিয়ম মেনে তৈরি করছি কেমিক্যালবিহীন আবীর। আমাদের সন্তোষী নগরের সালাসর সেবা আশ্রম এবং ইয়ং ইন্ডিয়ানস যৌথ ভাবে তৈরি করছে সেই আবীর।

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

প্রোঃ বিশ্ব পাল

ফোন ঃ 9434308066
7430930462

নিউ ভুবনেশ্বরী জুয়েলার্স

NEW BHUBANESHWARI JEWELLERS

পঞ্চানন সরণী, (শ্রীমা ভবনের নিকট)

হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬

এখানে আধুনিক ডিজাইনের হলমার্ক-এর গহণা অতি যত্ন সহকারে তৈরী করা হয়

With Best Compliments From

Ph. : 9832028164

IMGK
JAGADISH SARKAR

জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

সম্পাদকীয়

দোল, করোনা, ভোট

গতবছর মানে ২০২০ সালে করোনা ভারতে প্রবেশের ঠিক আগে দোল যাত্রা উৎসব হয়েছিল। তখন সবে করোনা একে একে ছড়াতে শুরু করেছে, লকডাউন তখনও হয়নি। তারমধ্যেই হোলি বা দোল উৎসব হয়। যদিও সেই উৎসবে তেমন উদ্দীপনা ছিল না। কারণ, আতঙ্ক একটু ছিল। আর এবারে করোনা এখনও যায়নি। করোনার প্রকোপ প্রথমে যেমন ছিল এখন তেমনটা নেই আমাদের রাজ্যে। তবে করোনা রয়েছে। আরও উদ্বেগের যেটা, তা হলো, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নাকি আসছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ভীষন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বলা হচ্ছে, এই দ্বিতীয় ঢেউ প্রথম ঢেউয়ের তুলনায় ভয়ঙ্কর। অথচ আমাদের মধ্যে করোনা বিদায় নিয়েছে বলে মাস্ক পড়া প্রায় উঠে গিয়েছে। শারীরিক দূরত্বও প্রায় উঠে গিয়েছে। এরমধ্যেই দোল আসছে। করোনা সচেতনতা মেনে দোল খেলা না হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এমনিতেই করোনা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে আবার দ্বিতীয় ঢেউ এলে যে কি অবস্থা হবে, তা নিয়ে অনেক চিন্তিত। আর আমাদের রাজ্যেতো এখন ভোট উৎসব শুরু হয়েছে। ভোট নিয়েই অনেকে ব্যস্ত। ভোট প্রচারের মধ্যেই মার খাচ্ছে করোনা সচেতনতা। ফলে সামনের দিনগুলো নিয়ে উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে। সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা রইলো। করোনা সচেতনতা মেনে দোলযাত্রায় অংশ নিন, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

ভাগ্য পরিবর্তনের একমাত্র উপায়

গোপাল শাস্ত্রী

সংসারে অশান্তি, পড়াশোনায় মন বসছে না, প্রেমে বাধা, বিয়েতে বাধা
ব্যবসায় লোকসান, পড়াশোনা করেও চাকরি পাচ্ছেন না--
সব সমস্যার সমাধান ২২ দিনের মধ্যে হয়ে যাবে

গোপাল শাস্ত্রী
ভারত নগর, শিলিগুড়ি
ফোন ০৩৫৩-৭৯৬৭৪৬৯/৯৮৩২৩২৫৬৯২
দক্ষিনা মাত্র ৩০২ টাকা

আপনার হস্তরেখা বলবে কি আছে কি নেই আপনার জীবনে
কি ঘটতে চলেছে ভালো না খারাপ। আজই যোগাযোগ করুন উপরের নম্বরে।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা--৬

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি, তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। যার বেশিরভাগই স্বল্প পরিচিত, ক্ষনিকের আলাপ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্ব আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের কথা দিয়েই তাঁদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো।---মুসাফীর)

পিরামিড আকারের ধ্যান কেন্দ্রে ঢোকার দুটি পথ এবং বেরুবার জন্যও দুটি, চারটে কেন্দ্রে বসার ব্যবস্থা মধ্যখানে সমাষ্টিকের বেশ বড় আকারের শ্বেত পদ্ম, শীর্ষ বিন্দু থেকে ছরার ফলার মতো তীব্র একটি আলো, পদ্মের উপর আছড়ে পড়ছে এবং সেই আলোটি সহস্র ভাগে বিভক্ত হয়ে পিরামিডের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছে। কোন অন্ধকার নেই, আবার আলোর তীব্রতাও নেই, একটি অদ্ভূত মায়াবী পরিবেশ। কিছুক্ষনের মধ্যেই মন শান্ত হয়ে যায়। ঋষভ এর আগে কখনো ধ্যান করেনি তবে বিভিন্ন মেথডগুলো জানা।চুপচাপ কিছুক্ষন চোখ বুজে বসে থাকার পর মনে হলো তার শরীরটা হালকা হয়ে গেছে এবং দুলছে, কি ব্যাপার বোঝার জন্য চোখ খুলে দেখে সব ঠিক আছে--সে আবার চোখ বন্ধ করে ঠিক করে যাই ঘটুক না কেন আর চোখ খুলবে না। বেশ কিছুক্ষন পর দেখতে পায় যে আর ধ্যান কেন্দ্রে নেই একটি বেশ প্রশস্ত জায়গায় ভাসছে হঠাৎ করেই উপরের দিকে আকর্ষন অনুভব করে, উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে একটি ঘূর্ণায়মান কালো সুড়ঙ্গ অনেক উপরে উঠে গেছে, সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথটি দেখা যাচ্ছে কিন্তু শেষটি নয়ই, সে ক্রমশ চুম্বকের টানের মতো এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় তার পিঠে একটি হাত খুব আলতোভাবে স্পর্শ করে--ঋষভ এক প্রচন্ড ঝাঁকুনি অনুভব করে এবং জেগে ওঠে। মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছিল, গাঢ় ঘুম থেকে উঠলে যা হয়--কিছুটা সময় লাগল প্রকৃতস্থ হতে। তাকিয়ে দেখে তার পেছনে দাদাজী হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছেন। ইশারায় ঋষভকে তার সাথে আসতে বলে চলতে

With Best Compliments From :

As Holi is the festival of colours, which is so much crucial not only for this specific day but also in our daily life or aesthetic life

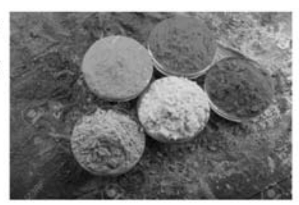

DEEPANNITA ROY
Aparnita Dasgupta
(7585932896)
Amrita Chakraborty
SHIVMANDIR, SILIGURI

দোল ও ভোট

সঞ্জীব শিকদার

সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা। এবারে দোল যাত্রা নিয়ে বলতে গেলে ভোট নিয়েও বলতে হয়। দোল শান্তিতে সম্পন্ন হোক। আর ভোটও হোক শান্তিতে। ভোট আমাদের দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। রাজ্যের এই ভোটের মাধ্যমে বিধায়করা সব নির্বাচিত হবেন। এলাকার উন্নয়নে তাদের বিরাট অবদান থাকে। যারা বিধায়ক নির্বাচিত হবেন, তাদেরকেও ভাবতে হবে মানুষের কথা। এখন করোনার জেরে খুব খারাপ অবস্থা সকলের। সবাই অল্প বিস্তর কষ্টে আছেন। তাই বিধায়কদের ভাবতে হবে সাধারণ জনগণের কথা। অতীত থেকে আমরা দেখে আসছি, ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার পর অনেক বিধায়ক আর মানুষের কথা ভাবেন না। এখন ভোটের মুখে তারা হাসি মুখে হাত জোড় করে সকলের কাছে যাচ্ছেন। আবার ভোটের পর তারা ভুলে যান মানুষের কথা। মানুষ কিন্তু সব মনে রাখে। তথাকথিতদের এই ধরনের অভিনয়ের পরিবর্তন হোক। সবাই ভালো থাকবেন।

(লেখক জেলা বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক)

দোলযাত্রায় সতর্ক বার্তা

বিপ্লব সরকার

শিলিগুড়ি সেভক রোডের পানিট্যাঙ্কিমোড়ে আমার ঘড়ির দোকান। দীর্ঘ ষোলসতের বছর ধরে আমি ঘড়ির কাজ করে আসছি। এই কাজটিখুব সূক্ষ। এরমতো আর সূক্ষ কাজ পাওয়া যাবে না। এই কাজ করতে করতেই আমি সঙ্গীত চর্চা করি। সূক্ষ কাজের মধ্যে আমি সঙ্গীত চর্চা করাতে বাড়তি উদ্দীপনা আসে। ঘড়ির কাজের ফাঁকে আমি গুনগুন করে গান গাই এবং ঘড়ি মেরামত করি।

এগিয়ে আসছে বসন্ত উৎসব। আর এই উৎসব মানেই রাধাকৃষ্ণের মিলন যাত্রা। তারপর বড়দের, ছোটদের পরস্পর সবাইকে আবীর দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া। এই সময় বড়দের শ্রদ্ধা অর্পন করে আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠি আমরা। এবারে আবার লুকিয়ে রয়েছে সর্বনাশা করোনা ভাইরাস।তাই আসুন আমরা সবাই মিলে সাবধানতা এবং দূরত্ব বজায় রেখে বসন্ত উৎসবে মেতে উঠি। সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

প্রশান্ত বোস
(PRASHANTA BOSE)

হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

পলাশ সিমুল কৃষ্ণচূড়া, ফাগুন হাওয়ায় দোদুল দোলে। কালচক্রের নিয়ম মেনে, বসন্ত আসার খবর মেলে। সাথে খবরের ঘন্টায় খবর মেলে রাজ্য, দেশ ও দুনিয়ার ।

শীতের শেষের বসন্ত আবীর মাখা রঙিন দিন, তবে করোনা আবহ যেন এই শুরুর ছন্দময় জীবনে আবারও গ্রাস না করে, এই কামনা করি।

খবরের ঘন্টার সকল দর্শকবন্ধুদের জানাই রঙিন বসন্ত উৎসবের এক রাশ শুভেচ্ছা। এবং সাথে খবরের ঘন্টার অগ্রগতি কামনা করি।

শুভেচ্ছাবার্তায়

সোমা দাস

(সহ শিক্ষিকা/বাচিক শিল্পী)

বাবুপাড়া,

শিলিগুড়ি।

আরম্ভ করেন। বাইরে বেরিয়ে এসে ঋষভকে অদূরে জলের ব্যবস্থা দেখিয়ে বলেন-- চোখে মুখে জল দিয়ে পাশের কুলার থেকে জল খেয়ে আমার সাথে চলো। দাদাজীকে খুব সিরিয়াস মনে হলো-- জল খেয়ে মনে হলো তার ভেতরটা মুড়িয়ে গেল। পার্কের সেই রেস্টুরেন্টে বসে দাদাজী দুটি ব্ল্যাক কফির অর্ডার দিলেন-- অর্ডার দেওয়ার আগে ইশারায় ঋষভের অনুমতি নিয়ে নিলেন।কফি প্রায় শেষ। দাদাজী বললেন,খুব সম্ভব আজ তুমি প্রথম ধ্যান করলে। হ্যাঁ-- চুপচাপ মায়ের পাশে আমাদের বাড়ির রাধামাধবের সামনে বসে থাকতে হয়েছে--ধ্যানের অভিজ্ঞতা আজই প্রথম, মনে হচ্ছিল কোথাও দূরে চলে যাচ্ছি। খুব জোর বেঁচে গেছ, আরেকটু হলে তোমার মেটেরিয়াল বড়ির সাথে যোগটি ছিন্ন হয়ে যেত। মাতাজী আমাকে ঠিক সময়ে তোমারকাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঋষভ খুব অবাক--মাতাজী! হ্যাঁ ওনার নির্দেশেই আমি তখন তোমার কাছাকাছি ছিলাম। পিরামিডে গ্র্যাভিটেশন ফোর্স এমনিতেই একটু কম হয়, পিরামিডকে কসমিক এনার্জীর অ্যানটেনা বলা যায়।তার ভেতরে প্রায় খুব কসমিক এনার্জীর প্রবাহিত হয়। এখানে আরো অনেকটন বেশি, মধ্যিখানে মাতাজীর অকাল্ট শক্তি সম্বলিত সমষ্টীকের পদ্মটি রয়েছে। পনের মিনিটের বেশি কাউকে ভেতরে বসার অনুমতি দেওয়া হয় না। আমার মন খুব একটা লাফালাফি করে না কিন্তু তবুও মনের ছটফটে ভাবটিতো রয়েছে। আজ কিন্তু দেখলাম কিছুক্ষনের মধ্যে মন একেবারে শান্ত হয়ে গেল যা আগে কখনও হয়নি। রিবার্থে তোমার বিশ্বাস নেই তাই শুধুমাত্র বলছি গোল করার জন্য বল তোমার পায়ে অন্য প্লেয়ার পাস করে দিয়েছে। এখন তোমার শুধু নিখুঁতবাবে গোলে বলটিকে কিক করতে হবে। কফির দাম দিতে চাইছো- দ্যাখ পকেটে টাকা আছে কিনা! পকেটে হাত দিয়ে ঋষী একেবারে হাঁ হয়ে গেলো, দাদাজী কি করে জানলো আমি পার্স আনতে ভুলে গেছি। ঠিক আছে তুমি বিলে সই করে দাও তোমার গেস্ট হাউসের অ্যাকাউন্টে যোগ হয়ে যাবে। চলো ফেরা যাক। গেস্ট হাউসের রিসেপশনে ঋষভ অপেক্ষা করছে, তাকে কেউ এসে মাতাজীর কাছে নিয়ে যাবে। মনটি ভালো নেই গতকাল রাত্রে মায়ের সাথে কথা বলেছে, পরে মামার সাথে কথা বলে জানতে পারে মায়ের হার্টের প্রবলেমটি আবার শুরু হয়েছে। ঋষভ ঠিক করেছে সেরকম হলে এসাইনমেন্ট ইনকমপ্লিট রেখেই আগামীকাল বাড়ি চলে যাবে-- তাতে যদি চাকুরি চলে যায়, যাবে। ইতিমধ্যে গাড়িতে চেপে সেন্ট্রাল হিলসের টপে পৌঁছে গেল। সোজা মাতাজীর ভিজিটিং রুমের সামনে এসে দাঁড়াল। এক বিদেশী মহিলা দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওনার হাতে এপয়েন্টমেন্ট স্লিপটি দিতে উনি ভেতরে চলে গেলেন একটু পরেই ফিরে এসে ইঙ্গিতে ঋষভকে ভেতরে প্রবেশ করতে বললেন। ঘরের মধ্যে মৃদু আলো

সকলকে দোল পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। সকলকে গৌড় পূর্ণিমার শুভেচ্ছা।

বর্তমানে সকল শ্রেণীর মানুষকে আমরা বলতে চাই, আগামী রাধাগোবিন্দের ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়ন্তী তথা দোলযাত্রায় কলিযুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন এবং ভাগবত কথার মাধ্যমে দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করে তুলুন।

শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ

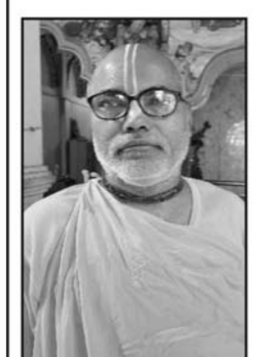

দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি।

(ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সন্নিকটে)

যোগাযোগের নম্বর

৯৪৩৪১৯৫০২৫ (হোয়াটসঅ্যাপ)

/৭৬৯৯৪৪১০২৩

খুব সুন্দর ধূপের গন্ধ রজনীগন্ধা এবং গ্লাডিওলাস ফুল দিয়ে একটি চাইনীজ ফ্লাওয়ার ভাসকে সুন্দরভাবে ঘরের একটি দিকে রাখা আছে। মেঝেতে কার্পেট পাতা মাঝখানে বেশ উঁচু মত একটি সিংহাসনের মতো চেয়ার রয়েছে একটু দূরে আরেকটি চেয়ার রয়েছে সবকিছু দেখে ঋষভের মনে হলো খুব সাধারনভাবে ঘরটি সাজানো হলেও একটি অসাধারন পরিবেশ। জল তরঙ্গের মতো একটু টুং টাং শব্দ হলো ঘরের অন্যদিকের একটি দরজার পর্দা সরিয়ে যিনি ঘরে এসে প্রবেশ করলেন তাঁকে দেখে তাঁর চেহারার বর্ণনার ভাম্প ঋষভ খুঁজে পেল না। ধীর পদক্ষেপে এসে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসলেন। ঋষভের মনে হলো মাটিতে পা রাখছিলেন না, শুন্যে ভেসে এলেন। হিমালয় কন্যা উমার যা বর্ণনা সে পড়েছে সামনে যিনি চেয়ারে বসে রয়েছেন তার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। পরনে সোনালি পাড়ের গরদের শাড়ি, কোন উর্ধ্ববাস নেই। শাড়িটিকে চাদরের মতো পেঁচিয়ে কোমড়ে গোঁজা। সরু কোমর বেশ প্রশস্ত কাঁধ হাত পায়ের গড়ন দেখে বোঝা যায় এই দেহটি বেশ শক্তি ধরে। সব দেখে ঋষি খেই হারিয়ে ফেলছিল এই রমনীর কি করে আটানব্বই বছর বয়স হয়, হতেই পারে না। ইনি ঠিক মাতাজীতো। ঠিক তখনই মাতাজী বেশ শব্দ করে হেসে ওঠেন-- ওয়েলকাম মাই বয় ।প্লীজ টেক ইয়োর সিট। সুপ্রভাত! একেবারে বাংলায় বলেন, সন্দেহ হওয়াটা , মনে প্রশ্ন আসাটি খুবই যুক্তি সঙ্গত। আমাদের সাধন ভজনের কঠিন জীবনের শক্ত দেওয়াল ভেদ করে বয়েস আমাদের সহজে ছুঁতে পারে না। কেন তোমার নিজের মা-ইতো এর জ্বলন্ত উদাহরন। ঋষি মায়ের কথা শুনে চমকে ওঠে শশব্যস্ত হয়ে মাতাজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করে মনে হলো পা দুটি কুমারটুলির গড়া দুর্গা প্রতিমার। মাতাজী মাথা স্পর্শ করলেন ঋষির শরীরে বিদ্যুতের শিহরন বয়ে গেল। ভাবছে কি বলবে। তোমার মা এখন ভালো আছেন-- চিন্তা করো না, উনাকে দেখাশুনা করার লোকও এসে গেছে। ঋষি এখন এ ধরনের কথায় আর অবাক হয় না। তুমি যে কাজে এখানে এসেছো এবং তোমার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর আনন্দ অর্থাৎ এখানকার দাদাজী কে করো। উনি আমার চাইতে ভালো উত্তর দেবেন। বুঝলো অফিসিয়াল কোন প্রশ্ন করা যাবে না। তোমার এ জায়গাটি কেমন লাগছে? এক কথায় খুব সুন্দর-- অনবদ্য। তাহলে এখানেই থেকে যাও। কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। তোমার কথা বলো। তুমিতো যা খুঁজছিলে এখানে এসে তার সন্ধান পেয়েছ! তাই না? ঋষি মাতাজীর মুখের দিকে তাকায়। একটু লম্বাটে ধরনের মুখ, টানা টানা গাড়ির কালো চোখ টিকেলো নাক বাঁকা ভ্রু গায়ের রং যেন সোনার মতো। যেটা খুব আশ্চর্যের গায়ের ত্বক থেকে মনে হচ্ছে একটি আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে। হ্যাঁ একেবারে ঠিক-- আমি তাঁর দেখা পেয়েছি। তুমি তাকে পেতে

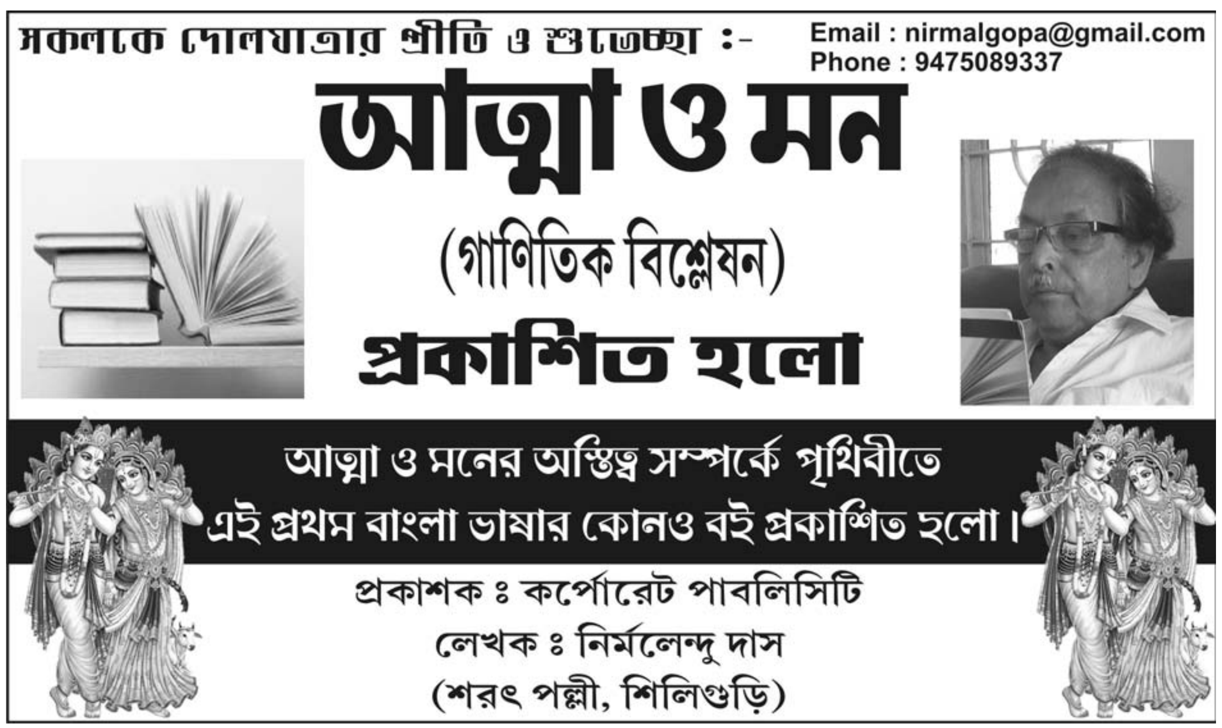

শিবমন্দিরে তিন বান্ধবীর ব্যতিক্রমী সৃজন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া শিবমন্দিরের তিন বান্ধবী অমৃতা চক্রবর্তী, দীপান্বিতা রায় এবং অপর্নিতা দাশগুপ্তের অন্যরকম প্রদর্শনী দ্য কালার মুভমেন্ট সকলের মনে দাগ কেটেছে। দ্য কালার মুভমেন্ট , নৃত্য ও অঙ্কনের অন্য এক ভাষা। শিবমন্দিরের এক কাফেতে সম্প্রতি অনুষ্ঠানটি হয়। উত্তরবঙ্গে এরকম প্রদর্শনী এই প্রথম। মিউজিকের সঙ্গে সেখানে নৃত্য পরিবেশন করে দীপান্বিতা আর তার সেই নৃত্যকে অঙ্কনের মাধ্যমে রংতুলিতে ধরে রাখার চেষ্টা করেন অপর্নিতা এবং অমৃতা। অপর্নিতা দাশগুপ্ত, অমৃতা চক্রবর্তী এবং দীপান্বিতা রায় তিন বান্ধবীই বেশ মেধাবী। অপর্নিতা বিশ্বভারতী থেকে চিত্র কলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছেন। শিলিগুড়ির একটি নামী স্কুলের ইংরেজির শিক্ষিকা তিনি। অমৃতা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির রিসার্চ স্কলার। তাদের অঙ্কনও সেই প্রদর্শনীতে ঠাই পেয়েছে। আগামীতে তারা এই ধরনের অন্যরকম কলা শিলিগুড়ি শহরেও মেলে ধরতে চান।

সকলকে দোলের শুভেচ্ছা

মৃনাল পাল

সকলকে দোলের শুভেচ্ছা। এই সময় দোলের সঙ্গে আবার এরাজ্যে ভোটের আবহও চলছে। তাই বলবো, দুটোই শান্তিতে শেষ হোক। আর দোল নিয়ে আগের মতো উদ্দীপনা মোটেই করা ঠিক হবে না। কারণ, করোনা এখনও যায়নি। করোনার জেরে বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কট সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। করোনা পুরোপুরি বিদায় নেবে, তারপর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে সকলকে নজর দিতে হবে। করোনা আমাদের দেশকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। দেশে বহু মানুষ বেকার হয়েছেন নতুন করে। অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই দেশের সরকারকেও গভীরভাবে ভাবতে হবে বিষয়টি নিয়ে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিভাবে উন্নতি করা যায় তারজন্য সকলকে ভাবতে হবে। শিল্প কারখানা গড়ার জন্য নতুনভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

(লেখক সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের প্রধান কর্ণধার)

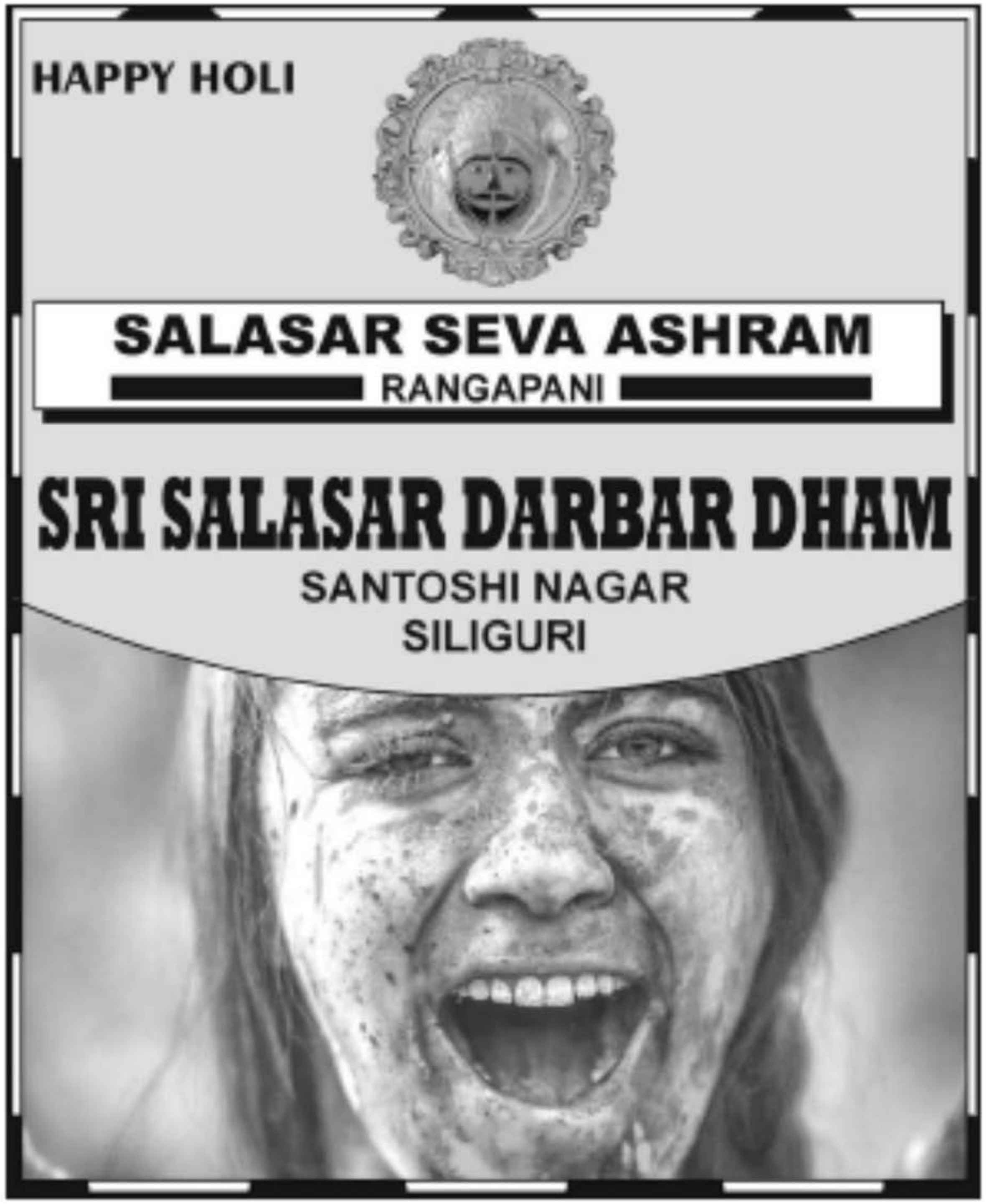

চাও তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাও? কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। মাতাজীকে ইতিমধ্যে তার খোঁজার কাহিনীটি বলে। তোমার ডেস্টিনী তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। পূর্বজন্মে বিশ্বাস না করলেও তার এফেকটের অস্তিত্বকো আর অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের বর্তমান জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে যার ব্যাখা এ জন্মের কার্যকারনে পাওয়া যায় না- সেটাই রহস্য। যা আমি পেতে চাই তার জন্য আমাকে কি মূল্য দিতে হবে, আমার মাকে আমি ছাড়তে পারবো না। এরকম আশঙ্কা থেকে থাকলে আমি আর এগুবো না।

অধ্যায়টি এখানেই শেষ করে দেব। ঋষি মাতাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মাকে ছাড়তে হলে না তোমায় অন্য কিছু ছাড়তে হবে। যাকে তুমি চাও সে অনন্য সাধারন-- তাঁর নামেই তার পরিচয়। একটু হলেও বুঝেছো যে এখানে মানুষের প্রায় সবরকমের স্বভাবকেই গ্রহন করা হয়েছে --তাদের প্রকৃতির উর্ধ্বগতির জন্য যাতে পরবর্তী ধাপটি সঠিকভাবে নেওয়া যায়। অনন্যাও একটি উদাহরন -- কোন নিয়মে সে বাঁধা নয় --একেবারে মুক্ত বিহঙ্গ অথচ সে সব নিয়মের মধ্যেই রয়েছে। তার জীবন মুক্তছন্দে বাঁধা, তাই তুমি তাকে ধারন করতে পারবে কিনা ভেবে দ্যাখ। বর্তমান যুগটিতো অন্যরকম---স্ত্রী ও পুরুষতো এখন প্রায় সমান। অনন্যাকে দেখে যা মনে হয়েছে--সাধারন মেয়েদের মতো চার দেওয়ালের ঘরে ওকে মানায় না। বটগাছের বনসাই দেখলে আমার খুব কষ্ট হয় দাসেদের মত গাছটির সমস্ত স্বাধীনতা লুপ্ত হয়েগেছে। আপনিই বলুন আমি যোগ্য কিনা। অবশ্যই যোগ্য তবে এগুলোর আগে নিজের সাথে বোঝাপড়া করে নেবে-- তোমার অন্তর থেকে সায় পেলে পিছন ফিরে তাকাবে না আমি তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করছি। আমি আপনাকে মা বলে ডাকতে চাই মাতাজী নয়। ঋষি যখনই মাতাজীর মুখের দিকে তাকাচ্ছে তখনই প্রথমে মাতাজী এবং কয়েক সেকেন্ড পরেই তার মাকে দেখ ছে। আয় আমার কাছে আয়।

(চলবে)

সকলকে দোল পূর্ণিমার শুভেচ্ছা

শিল্পী পালিত

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে/ তব অবগুন্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে/ কোরো না বিড়ম্বিত তারে' (কবিগুরু)

এ বছর ২০২১ সালের চৈত্র মাসের চোদ্দ, পনের ও ইংরেজি মার্চ মাসের আঠাশ উনত্রিশ তারিখ যথাক্রমে দোল পূর্ণিমা ও হোলি উৎসব। মার্চ মাসের ছাব্বিশ তারিখ আমি আর কাঞ্চন বোলপুর যাব। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। জানি এই অতিমারীর সময়ে ঘরে থাকাটাই বাঞ্ছনীয় কিন্তু গত মার্চ মাস থেকে বিগত এক বছরে চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখে আমরা সকলেই শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে ভীষণ ক্লান্ত। তাই সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করেই একটু অক্সিজেন, একটু প্রাণশক্তি, একটু উদ্দীপনা সঞ্চয়ে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা। সেখান থেকে যেটুকু স্মৃতি সঞ্চয় করে আনতে পারব সবটাই বন্ধুদের সঙ্গে লেখা ও ছবির মাধ্যমে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করব। খবরের ঘন্টা গ্রুপে ইতিমধ্যেই আমরা বসন্ত ও হোলি নিয়ে নানান কর্মকান্ড, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করেছি। শিল্পীরা সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব অনুষ্ঠানে সাড়া দিচ্ছেন। নাচে, গানে, কবিতায় শুরু হয়েছে বসন্ত উদযাপন। যা দেখে সত্যিই খুব ভালো লাগছে। বোলপুরে আমরা কিছু খবরের ঘন্টার ম্যাগাজিন নিয়ে যাব। আমরা চাই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক খবরের ঘন্টা। সবাইকে দোল পূর্ণিমা ও হোলির একরাশ শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করলাম।

'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল। স্থলে, জলে, বনতলে লাগল যে দোল দ্বার খোল, দ্বার খোল' (কবিগুরু)

আসুরিক প্রবৃত্তি দমনেই হোলির সার্থকতা

কবিতা বনিক

ভগবান মনুষ্য শরীর ধারন করেন ভক্তদের কৃপা করার জন্য ও আনন্দ দেওয়ার জন্য। তিনি আনন্দস্বরুপ।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, ব্রজে তিনি নানান লীলা করেছেন।তাঁর একটি লীলা মাহাত্ম্য হল অরিষ্টা এবং কেশী নামে দুই অসুরকে বধ করেছিলেন। আসুরিক শক্তির বিনাশে মর্ত্যবাসী আনন্দে মিষ্টি ও আবির বিতরন করেন। সেই থেকে অশুভ শক্তি দূর করার আনন্দে মিষ্টি বিতরন ও আবির দেওয়াই দোল উৎসব।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ছেলে বিষ্ণু-ভক্ত প্রহ্লাদকে মারার উদ্দেশ্যে দৈত্যরাজের বোন হোলিকার শরণাপন্ন হন। কারণ হোলিকা অগ্নিদেবের কাছে বর পেয়েছিলেন যে আগুন হোলিকাকে পোড়াতে পারবে না।সে কারণে দৈত্যরাজ হোলিকাকে বললেন বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে আগুনে বসতে।বর প্রাপ্তির নিয়মমতো প্রহ্লাদের মৃত্যু হবে ও হোলিকা বেঁচে যাবে। এক্ষেত্রে দেখা গেল উল্টো ফল হল। প্রহ্লাদ অক্ষত রইল ও হোলিকা মারা গেল।

প্রথমত প্রহ্লাদের অটল ভক্তি অগ্নিদেবের আশীর্বাদকেও ব্যর্থ করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত হিরণ্যকশিপুর কোন মঙ্গল ইচ্ছে ছিল না।তাই আজো অশুভ ও অমঙ্গল দূরকরতে নেড়াপোড়া, চাঁচর ও হোলিকা দহন উৎসব পালন করা হয়।

যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ দূর করতে অদ্বৈত প্রভু রোজ চোখের জলে তুলসী পাতা দিয়ে প্রভুকে আহ্বান করতেন। ফলস্বরুপ আমরা দেখলাম ফাল্গুনীপূর্ণিমা তিথিতে শচী মায়েরকোল আলো করে জন্ম নিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। সেদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের আবির্ভাবে আনন্দের জোয়ার এসেছিল। ক্রমে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রভাবে অশুভ শক্তি দলনের মাধ্যমে এই ফাল্গুনী পূর্ণিমার দোল উৎসব আরো মহিমাময় হয়ে উঠল।

মানুষ অশুভ শক্তি দূরকরতে সারা দিন শ্রী ভগবানের সেবা, পূজা, নাম ,গান করে। মিষ্টি বিতরন করে, বড়দের পায়ে আবির দিয়ে আশীর্বাদ নেয়।

(লেখিকা শিলিগুড়ি মহানন্দা পাড়ার বাসিন্দা একজন গৃহবধূ)

বছর ধরে এখানে আছি। শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, উত্তরপূর্ব ভারতে অন্যতম একটি ত্বকের চিকিৎসা কেন্দ্র আমাদের স্কিনি সিটি। আমার কাছে অত্যাধুনিক লেজার মেশিন রয়েছে এবং কসমেটিক সার্জারিও করি আমি। উত্তরভারতে এত মূল্যবান এবং অত্যাধুনিক লেজার মেশিন আমার এখানেই রয়েছে। দিল্লি, মুম্বাইয়ের মতো ত্বকের রোগের চিকিৎসা শিলিগুড়িতে হচ্ছে স্কিন সিটিতে। সকাল দশটা থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত আমি থাকি এখানে। আমাদের এখানে মহিলাদের পিগমেন্টশন এবং ফাংগাল ইনফেকশন বেশি করে পাওয়া যাচ্ছে। আবহাওয়ার কারনে ত্বকের রোগ বেড়ে যাচ্ছে। এরমধ্যে পিগমেন্টশনের বেশি সমস্যা হচ্ছে। তাই রোদে বের হওয়ার আগে ময়েশ্চারাইজার এবং সানস্ক্রীন ব্যবহার করুন। আর শরীর পরিস্কার রাখুন। স্নান সেরে তেল বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। অন্যদিকে ম্যাগি, চাউমিন, মমো বা চাইনিজ ফুড থেকে অ্যালার্জি বেড়ে যাচ্ছে। আজিনা মটর ব্যবহার হচ্ছে ওই সব খাবারে। তাতে অ্যালার্জি বাড়ছে। ছয় মাসের শিশু থেকে বারো বছরের ছেলেমেয়েদের এতে ত্বকের সমস্যা হচ্ছে। অ্যালার্জি বাড়ছে। এরজন্য শাকসব্জি, ফল, স্যালাড, দুধ সহ ঘরে তৈরি খাবার বেশি করে খেতে হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। হোলিতে ত্বকের রোগ থেকে সাবধান থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের মেঘদূত সিনেমা হল লাগোয়া স্কিন সিটির প্রধান কর্ণধার)

দোলের তাৎপর্য্য

সুশ্বেতা বোস
(আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

দীর্ঘ শীতের পর বসন্তের পাতাঝরা প্রকৃতিও নানান রঙের ফুলের সাজে আবারও নতুন সাজে সেজে ওঠে।কৃষ্ণ চূড়া, রাধাচূড়া, গুলমোহর ফুলের রংবাহারে। ঋতুরাজ বসন্তের প্রধান উৎসব হল দোল। একে বসন্তোৎসবও বলা হয়ে থাকে যা সেই পুরানের কাল থেকে চলে আসছে। বলা হয় এ উৎসব যীশুর জন্মের অনেক আগে থেকেই পালিত হয়ে আসছে। চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলের কবি কালীদাসের দশ কুমার চরিত কাব্যেও দোলের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরান কাহিনী অনুসারে পরম বিষ্ণু ভক্ত প্রহ্লাদের বাবা দানবরাজ নৃসিংহদেব যখন তার বোন হোলিকাকে নিয়োগ করলেন প্রহ্লাদকে ধ্বংস করবার জন্য , হোলিকা দানবী তার ভাইপোকে কোলে নিয়ে আগুনে বসলে অযাচিতভাবে হোলিকা পুড়ে শেষ গেল আর বিষ্ণুর আশীষে বেঁচে গেল প্রহ্লাদ আর তার পরের দিন সবাই নানান রঙের ফুল ও মিষ্টি নিয়ে বিষ্ণু পুজোয় মেতে উঠলেন। এই থেকেই দোল উৎসবের শুরু। এটিকে মূলত হিন্দু উৎসব বলে ধরা হলেও কালে কালে এই ভালবাসার জালে ধরা দিয়েছেন সকল জাতের সকল মানুষ।

দোল, নানা রঙে রঙিন হয়ে উজাড় করা ভালবাসায় ভেসে যাওয়ার উৎসব। বৈষ্ণব, নেপালি, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি হিন্দু ভক্তগন বেশি মেতে ওঠেন দোলের আনন্দে ও প্রেমের জোয়ারে। রংই দোল উৎসবের প্রধান উপকরন। এটি বিশ্বের সবচাইতে বড় মেলবন্ধনের রঙিন উৎসব। নাচে, গানে, বাজনায়, রঙে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই সামিল হয়ে যান। আপন পর ভেদ থাকে না এ সময়ে। সমগ্র বিশ্বে পালিত হয় এ উৎসব। সরকারি ছুটিও ঘোষিত হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমার জোয়ারের সাথে সাথে রঙেরও জোয়ার চলে এদিন। অনেকে রাধাকৃষ্ণের পুজোও করেন। খিচুড়ি, লাবরা ভাজা, পায়েস, জিলিপি ও সিন্নি এদিনের বিশেষ খাবার। এছাড়াও দইবড়া, ময়দা ও ক্ষিরের তৈরি গুজিয়ো, বেসনের লাড্ডুও বানান অনেকে। এ উৎসব কালে কালে সকল ধর্মের সকল জাতের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।প্রতিবছর ইংরেজি ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসের মধ্যেই হয়ে থাকে এ উৎসব। এটি ভারতের প্রধান উৎসবগুলোর মধ্যে একটি। মথুরা-বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ ধাম বৈষ্ণবদের মূল আখরা বলে এসব স্থানকেই দোলের মূল ভুমি বলা হয়।

দোলযাত্রা ঃ কিভাবে ত্বকের যত্ন করবেন

ডাঃ পি কে ভোপালকা

সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা। দোলযাত্রা এবং হোলি মানে রংয়ের উৎসব। আর রং মানেই চিন্তা এসে যায় ত্বকের। এখন হোলিতে বেশি করে কেমিক্যাল রং ব্যবহার হয়। এই কেমিক্যাল রং ত্বকের ব্যাপক ক্ষতি করে। হোলির পর ত্বকের রোগ নিয়ে রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। আমার পরামর্শ হলো, কোনও অবস্থাতেই ওয়াটার কেমিক্যাল রং ব্যবহার যেন না হয়। অর্গানিক কালার ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি না চাইলেও কেউ রং লাগিয়ে দিলে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করুন। হোলি খেলার জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পুরো শরীরে অর্গানিক ওয়েল যেমন কেস্টার্ড ওয়েল, কোকোনাট ওয়েল , মাস্টার্ড ওয়েল, এলমন্ড ওয়েল প্রভৃতি শরীরে লাগিয়ে নিন। বিশেষ করে ঠোঁটের চারপাশে বেশি ব্যবহার করুন। খেলার পনের কুড়ি মিনিট আগে ভালো সানস্ক্রীন, যার এস পি এফ কমপক্ষে ৫০, ব্যবহার করুন হাত পায়ে বা শরীরে। সম্ভব হলে বের হওয়ার দশ পনের মিনিট আগে শরীরে বা গালে আইসকিউব ব্যবহার

করে নিন। আইসকিউব ব্যবহার করলে ত্বকের ছিদ্র ছোট হয়ে যায় যাতে রং ত্বকের ভিতরে কম প্রবেশ করে। মহিলাদের ত্বক ছাড়া নখের মধ্যে নেইলপেইন্ট ব্যবহার করতে পারেন, মাথাতে কোনও তেল ব্যবহার করে বের হবেন যাতে চুল ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এরপরেও যদি রং লেগে যায় তাসত্বেও কোনও কেমিক্যাল ব্যবহার করবেন না। একদুদিনের মধ্যে এমনিতেই উঠে যাবে রং। রং লেগে গেলে ত্বককে সাধারণ জল দিয়ে পরিস্কার করুন, তারপর ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন এক থেকে দেড় ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ।এছাড়াও বেশন, দই, দুধ, সরষে তেল মিশিয়ে একটি মিশ্রন বানাতে পারেন। সেই মিশ্রন দিয়ে রং তুললে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এক থেকে তিন ঘন্টার মধ্যে রং আপনাআপনি চলে যাবে। এরপরও রং থেকে গেলে ভালো পরিমানে ময়েশ্চারাইজ ব্যবহার করে ছেড়ে দিন। এরপর সাধারণ ফ্রেশ ওয়াশ বা সাবান দিয়ে হাতমুখ শরীর ধুলে একাই সব রং চলে যাবে। হোলি খেলার সঙ্গে সঙ্গে সাবান দিয়ে বেশি ঘষাঘষি করে রং তুলতে যাবেন না। তাতে ত্বকের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এতে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সময় নেয়। কেরোসিন তেল ব্যবহার করলে রংতো উঠে যায়, কিন্তু ত্বক শুস্ক হয়ে যায়। এর জেরে বেশি দিন ধরে শরীরের ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া ত্বকে জ্বলুনি হবে এবং দরকার হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হতে পারে। তাই কেরোসিন ব্যবহার করবেন না।

এখনও করোনা যায়নি। সেই কারনে মানুষকে স্পর্শ করে রং খেলতে যাবেন না। স্পর্শ করলে মাস্ক লাগিয়ে নেবেন। মনে হচ্ছে, হোলির পর করোনা আরও বাড়তে পারে। শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডে মেঘদূত সিনেমা হলের পাশে রয়েছে আমাদের স্কীন সিটি। আমি ছয়

বিরহ

রিয়া মুখার্জী (শিলিগুড়ি)

মনটি বড়ই চঞ্চল আজ,
ফাগুন যে হাওয়ায় হাওয়ায়,
প্রকৃতি ধরেছে নতুন সাজ,
বসন্তের বাতাসের দোলায়
পাই যে তোমার চেনা গন্ধ,
হারিয়ে যাই তোমার খোঁপার পলাশে,
চন্দ্রমল্লিকা দিয়েছে তার সঙ্গ,
লাল পাড় হলুদ শাড়িতে মানিয়েছিল
তোমায় বেশ,
যেদিন হয়েছিল আমাদের দোলে দেখা শেষ,
মনে পড়ে সেদিন তোমার নুপুর
বেঁধেছিল বিরহের ছন্দ,
পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে
করেছিলাম মনের সাথে অনেক দ্বন্দ্ব,
দুঃখ লুকিয়ে খুশির আবিরের
বানিয়েছিলাম মুখোশ,
আজও মনে পড়ে যায় আবির মাখানো
মুখটি তোমার মায়াবী সেই দুই চোখ,
আজও দোল এলে ছুটে যাই তোমার মিষ্টি
হাসির টানে,
আজও আছে সেই পুরনো কলেজ ক্যাম্পাস
নিজের মতো দাঁড়িয়ে,
শুধু তুমি নেই সেই মাঠে কাজল চোখে আমার
স্বপ্ন হারিয়ে,
তবুও প্রতিটি বসন্ত উৎসব জাগিয়ে তোলে
তোমার স্মৃতি,
বিরহবেদনা যতই হোক কঠোর,
আজও কলেজের মাঠে দেখতে পাই আমাদের
হারানো সে খুনসুটি
বসন্ত প্রতি বছরে এসে লাগায় কারো মনে নতুন
প্রেমের পরশ,
কারো মনে করিয়ে দেয় হারিয়ে যাওয়া সেই
ভালোবাসার মানুষ।

বসন্ত ও বৈষ্ণব দাঁড়কাক

সুলেখা সরকার
(বিধান মার্কেট, শিলিগুড়ি)

ভ্যালেন্সিয়ার রাস্তায় রাধা
পাশে রান্নাবান্না ও দাঁড়কাক।
দাঁড়কাকের পিঠে দশ হাজার ডলারের বসন্ত
যে বসন্ত বৈষ্ণব হয়ে গেছে।
ভ্যালেন্সিয়া উপসাগরের মাথায়
শহর চলচ্চিত্র হয়ে গেলে ভূমধ্যসাগরের
ব্যস্ততম সমুদ্রবন্দরে জেগে থাকে
১৭ লক্ষ মানুষের এক সমভূমি খিদে।
ক্যাথেড্রালের পাশে চার হাতে উৎসব নেচে ওঠে
তুরিয়া নদীর মোহনায় শুরু হয়(কৃষ্ণের) উর্বর লীলা দাঁড়কাকের।

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-
মোবাইল ঃ ৯৮৩২৪৭৫৬৪৮

সঞ্জীব শিকদার
দোলযাত্রার দিনগুলিতে সকলে ভালো থাকুন
সহ সভাপতি
জেলা বিজেপি
শিলিগুড়ি

নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ রাধাকৃষ্ণের দোল পূর্ণিমা ও গৌড় পূর্ণিমা

স্বামী ভক্তিনিলয় জনার্দন

হরে কৃষ্ণ। আমি শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার শ্রীশ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ থেকে বলছি। একজন সেবক। রাধাকৃষ্ণের দৌল পূর্ণিমা সামনে। এই পূর্ণিমাতেই চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই এই বিশেষ তিথিকে সামনে রেখে আমাদের এখানে ভাগবত পাঠ, হরিনাম সংকীর্ত্তন, সর্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। তিনচারদিন ধরে অনুষ্ঠান হয়। একদিন হরিনাম সংকীর্ত্তনসহ নগর শোভাযাত্রা হয়। তারপরে হয় ধর্মসভা। তাতে কলি যুগ ও যুগ ধর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় হয় আরতি এবং পাঠ। এবারে ২৯শে মার্চ পড়েছে জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ উৎসব।

দোলযাত্রায় ত্বকের যত্ন

ডাঃ প্রকাশ আগরওয়ালা

দোলের প্রেক্ষিতে বলবো, যতটা পারবেন ওয়াটার কালার ব্যবহার করবেন না। আবীর খেলতে পারবেন। আবীরটা ভালো ভেষজ আবীর হলে ভালো।বেশিক্ষন আবীর শরীরে রাখবেন না। খেলা হয়ে যাওয়ার পর ত্রিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যে পরিস্কার করে নেবেন আবীর। বেশিক্ষন আবীর শরীরে রেখে দিলে বেশি অ্যালার্জি হয়। অনেকে রং তোলার জন্য বারবার সাবান দিয়ে পরিস্কার করেন, তা দরকার নেই। একদিনে রং সরানোর প্রয়োজন নেই। সাধারনভাবে শরীরটা ধুয়ে নেবেন। পরের দিন আস্তে আস্তে পরিস্কার করবেন এমনিতেই চলে যাবে রং। বেশি জোরজার করে রং তোলার চেষ্টা হলে ত্বক শুস্ক হয়ে যায়। ইরিটেশন হয়। কেমিক্যাল রং নানারকম সমস্যা তৈরি করে। যাদের ত্বকের সমস্যা আছে তাদের না খেলাই উচিত। তারপর এখন করোনা চলছে, তাই বাড়িতেই থাকুন, রং না খেলাই ভালো।সামনে গরম আসছে। এই সময় দাদের সমস্যা হয়, তার সঙ্গে সান এলার্জি হয়, সান এলার্জির জন্য এস পি এম থার্টি সান স্ক্রীন ব্যবহার করুন। ওয়েলি স্কীন থাকলে জেল সান স্ক্রীন, ড্রাই হলে ক্রীম সান স্ক্রীন।যখনই বাইরে যাবেন ত্রিশ মিনিট আগে সান স্ক্রীন ব্যবহার করুন। দাদের সমস্যা থাকলে টাইট পোষাক ব্যবহার না করে হালকা ঢিলেঢালা পোষাক ব্যবহার করুন। পাউডার ব্যবহার করতে পারেন। শিলিগুড়ির আবহাওয়ায় ঘাম হয়। যে কোনও পাউডার আর কটন ব্যবহার করুন। গরমে সান এলার্জি আর দাদের সমস্যা খুব হয়। হালকা লোশন ময়েশ্চারাইজার, লিপ বাম ব্যবহার করা যেতে পারে। হোলি অন্য অনেকভাবে উদযাপন করতে পারেন। শুধু যে রং খেলতেই হবে তা নয়। হোলির আনন্দে মেতে উঠতে হলে গান শুনতে পারেন। সোস্যাল ডিসট্যান্স, হ্যান্ড ওয়াশ, মাস্ক ব্যবহার করুন।

(লেখক মেহি স্কীন ক্লিনিকের কর্ণধার, শিলিগুড়ি পিসি মিত্তালের পাশে গ্যালাক্সি হাউসে)

হাতে পেলে এইসব ছবির মাধ্যমে পাচারকারীরা আপনার মেয়ে বা সন্তানের কাছে পৌছে যেতে পারে। এখন অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে। ফলে বাচ্চাদের ফোন দিতেই হবে। কিন্তু এমন কিছু অ্যাপস আছে যেসব বাচ্চাদের ডাউনলোড করতে দেবেন না ফোনে। নজর রাখবেন ছেলেমেয়েদের প্রতি। তারা ফোনে কি করছে দেখতে হবে।

প্রশ্ন - আপনারা পাচারকারীদের কাছ থেকে মেয়েদের উদ্ধার করে কি করেন--

প্রেমলতা ঃ আমরা একা কাজ করি না। আমাদের সঙ্গে আরও অনেক এনজিও রয়েছে। এমন অনেক মেয়েকে আমরা উদ্ধার করি যাদেরকে সমাজ মূল স্রোতে ফিরতে দেয় না। যারা পাচারকারীদের খপ্পর থেকে বেঁচে ফিরেছে তাদেরকে মূল স্রোতে ফিরতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা মেয়েদের পুনর্বাসনের কাজ করি। তাদের অনেক হাতের কাজ শিখিয়ে দিই। যেমন কেক তৈরি ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ কিভাবে নাটক তৈরি করেন--

প্রেমলতা ঃ বাস্তব অনেক ঘটনা আছে। সেই সব বাস্তব ঘটনা থেকে আমি নিজে নাটক লিখি। তারপর আমাদের টিম সেই সব নাটক অভিনয়ে রুপ দেয়। নৃত্য ও গানও থাকে। আসলে মেয়েদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে আসতে হবে সকলকে। দেবী দুর্গার পুজো

করি আমরা, কিন্তু বাস্তবে মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে সমাজ পরিবর্তিত হবে না। উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়ি আরও স্পর্শকাতর। শিলিগুড়ির পাশে অনেকগুলো প্রতিবেশী দেশ রয়েছে। তাই আরও বেশি করে সচেতন থাকতে হবে। পাচারকারীরা এখানে আরও বেশি করে সক্রিয়। তাই সাবধানতা অত্যন্ত জরুরি।

দোল ঃ করোনা কিন্তু যায়নি

ডাঃ জি বি দাস

সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা। করোনা আবহে আমাদের দোলযাত্রা উৎসব পালন করতে হবে। উৎসব পালন করলেও মনে রাখতে হবে করোনা এখনও রয়েছে। এবং বেশ কিছুদিন থাকবে। তাই সাবধানতার সঙ্গে দোল খেলতে হবে। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি। বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে হলে মুখে মাস্ক রাখতে হবে। বাইরে বের হলে মাস্ক মুখে পড়বেন। যারা গর্ভবতী নয়, টিকা দেওয়া শুরু হলে অবশ্যই টিকা নেবেন। ভয় পাবেন না। টিকাই একমাত্র আমাদের করোনার বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।গর্ভবতী মায়েরা তরল জাতীয় রং খেলা থেকে বিরত থাকবেন। পারলে ভেষজ আবীর ব্যবহার করবেন। নিজেকে সাবধানে রেখে খেলতে হবে রং। দোল খেলার সময় চোখমুখকে রক্ষা করে দোল খেললেই ভালো। আনন্দ করুন কিন্তু সাবধানতার সঙ্গে।

(লেখক উত্তরপূর্ব ভারতের বিশিষ্ট স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, তিনি শিলিগুড়ি পাকুড়তলা মোড়ের নিউ রামকৃষ্ণ সেবা সদনের প্রধান কর্ণধার)

দোল পূর্ণিমা প্রাচীন একটি উৎসব। বৃন্দাবনে তা রাধাকৃষ্ণ বা গোবিন্দের দোল নামে পরিচিত। আজ থেকে ৫৩৪ বছর আগে চৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি হলেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত রুপ বা তনু, গৌড় সুন্দর। তিনি সমস্ত অবতারের অবতারী। রাধাকৃষ্ণের দোল পূর্ণিমার সময় চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভুত হয়েছিলেন। উত্তরভারত এবং দক্ষিন ভারতের সঙ্গে মেলবন্ধন হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণই হলেন আমাদের সকলের উপাস্য দেব। রাধাকৃষ্ণের যে মহামন্ত্র নাম হরেকৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এই মহামন্ত্রটি ছড়িয়ে দিতেই রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু চৈতন্য মহাপ্রভু সংসার জগতে প্রচার করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরে এই হরিনাম কীর্ত্তন বা ভাগবত ধর্ম প্রচার করেন।

আমাদের এই মঠ নবদ্বীপ মায়াপুরের শাখা। নয়টি দ্বীপ রয়েছে নবদ্বীপে। তারমধ্যে একটি দ্বীপ হল অর্ন্তদীপ, তারমধ্যেই মায়াপুর। সেখানে আমাদের শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ রয়েছে, তারই শাখা এই শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ। এটি আমাদের উত্তরপূর্ব ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন মঠ। এটি স্থাপিত হয় ১৯৫৫ সালে।আমার গুরুদেব শ্রীমৎ ত্রিদন্ডীস্বামী নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওম বিষ্ণুপাদ ভক্তি নিলয় সজ্জন গোস্বামী মহারাজ, তাঁর গুরুদেব ওম বিষ্ণুপাদ শ্রীমৎ ভক্তি দয়িত মাধবগোস্বামী মহারাজ। আমি এখানে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আছি। আমার গুরুদেব এটি স্থাপন করেন।

সকলকে দোল পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। সকলকে গৌড় পূর্ণিমার শুভেচ্ছা।

আগামী শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা এবং শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গৌড় জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবীতে ভগবানের বাণী এবং মহাপ্রভুর কথা সারা বিশ্বে প্রচার হতে থাকুক। সকল বদ্ধ জীবের যেন কৃষ্ণভক্তি হয়।

শ্রী কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ

শক্তি গড়, শিলিগুড়ি

ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ (মঠাধ্যক্ষ)

বর্তমানে ছোটবেলা থেকে শিলিগুড়িতে দেখছি, দোলপূর্ণিমাকে সামনে রেখে রংয়ের খেলা হয় খুব। তারমধ্যে দুচারটি স্থানে হরিনাম সংকীর্তন বা ভাগবত পাঠ হয়। কিন্তু এর মূল তত্ত হলো, রাধাকৃষ্ণের দিকে অনুপ্রাণিত হওয়া।রাধাকৃষ্ণের যে তত্ত, রাধাকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান-- তার দিকে আমরা কিভাবে অনুপ্রানিত হবো, আমাদের মনুষ্য জীবন কিভাবে গঠন করবো, তার যে শিক্ষা সেটাই মূল বিষয়। রাধাকৃষ্ণের দোল পূর্ণিমা হলো প্রেমের একটি বার্তা। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বিভিন্ন রকম লীলা করেছেন। তিনিই আবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রুপে আবির্ভূত হয়েছেন। কলিতে মানুষ ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলছেন। রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনুই হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। এই সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র রাস্তা হরিনাম। হরিনাম সংকীর্তনকে সামনে রেখে আমরা সকলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মিলিত হতে পারি। চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন বিশিষ্ট ভক্ত শিষ্য হলেন হরিদাস ঠাকুর। তিনি যবনকুলে জন্মেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদদের সঙ্গ প্রভাবে তিনি এই হরিনাম সংকীর্তন শেষে নামাচার্য হরিদাস রুপে পুজ্য হয়ে আছেন। বৈষ্ণবধর্ম সকলের। এই ধর্ম কোনও জাতি, দেশ বা রাষ্ট্রের ধর্ম নয়। এই ধর্ম হল আত্মার ধর্ম। বা সনাতন-জৈব ধর্ম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা উদ্ধার করেছেন। দোল পূর্ণিমার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমরা সকলে যাতে ভগবানের গোলকধামে যেতে পারি তার জন্য বৃন্দাবন বা নবদ্বীপের বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে দোল পূর্ণিমা। দোলের সময় অনেক নিয়মের লঙ্ঘন যাতে না হয়, যাতে করোনা ছড়িয়ে না পড়ে, তার যে নিয়ম সেটা সকলকে ঠিকঠাকভাবে মেনে চলতে হবে।

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

৩৮ তম উত্তরবঙ্গ বইমেলার উদ্বোধনের দিন (২৬-২-২১)
(শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম) উন্মোচিত হয়েছে
উত্তরবঙ্গের মেয়ে বাবলী রায় দেবের দ্বিতীয় গ্রন্থ

'প্রজ্জ্বালিকা'

বিশিষ্টজনদের হাত ধরে। লেখিকার প্রথম উপন্যাস ' অ্যানি, ফিরে যাও' যা গতবছর কলকাতা বইমেলায় উন্মোচিত হয়েছিল তা পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে একটি ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার জন্য। সাপকে কেন্দ্র করে বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীঅমর মিত্র মহাশয়। আশা করি, 'প্রজ্জ্বালিকা' বইটিও পাঠক মনে জায়গা করে নেবে।

উল্লেখ্য, শ্রীমতী বাবলী রায় দেব আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি শিলিগুড়ি শাখার আজীবন সদস্য। সমিতির তরফে বাবলী রায় দেবকে অভিনন্দন

ধন্যবাদ সহ
সজল কুমার গুহ
সম্পাদক
আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা

প্রশ্ন- কিভাবে পাচারকারীরা টোপ ফেলছে--

প্রেমলতা ঃ এখন বহু মানুষ সমস্যায় রয়েছে লকডাউনের জন্য। অনেকের হাতে টাকা নেই। অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে পাচারকারীরা। কাজ দেওয়ার টোপ ছাড়াও বিয়ের টোপ দিচ্ছে তারা। অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। কাজ দেওয়ার নাম করে মেয়েকে কোথায় কাজ দেওয়া হচ্ছে, খোঁজ নিতে হবে। সচেতন হতে হবে। আর বিয়ে কার সঙ্গে দিচ্ছেন তা দেখতে হবে। মেয়েদের বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে। প্রেমের ফাঁদে পড়ার আগে সাবধান। কারও সঙ্গে প্রেম করার আগে মেয়েদের ভালো করে খোঁজ নিতে হবে। পাচারকারীরা ছদ্মবেশে মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছে। পাচারকারীরা রং নম্বর থেকে ফোন করে। তারা মিসড কল দেয়।

প্রশ্ন ঃ অভিভাবকদের কি করতে হবে-

প্রেমলতা ঃ অভিভাবকদের বলবো শিশুদের ফোন দেওয়ার আগে দশবার ভাবুন। প্রেমের অভিনয় এমনভাবে হচ্ছে যে মেয়েরা বুঝতেই পারছে না। ম্যাচিওরটি আসার আগে ফোন দেবেন না। ইউ টিউব বা ফেস বুকে অনেক অশালীন নোংরা ছবি আসছে। ফোন

With Best Compliments From

Biplab Sarkar

Ph. : 9832370563

NEW FRIENDS WATCH CO.

WATCH REPAIR & SERVICE

(SONATA, TITAN, ROMEX & SONA etc.)

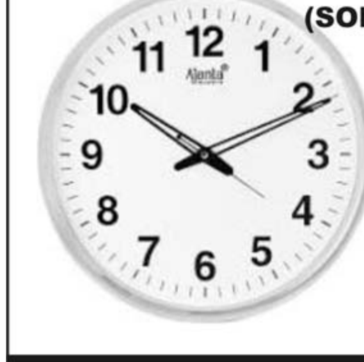

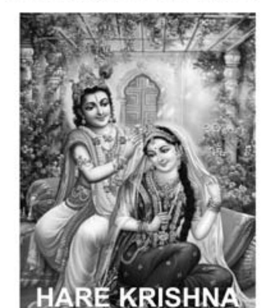

Below Laptop Bazar, Panitanki More
Ghori More, Sevoke Road, Siliguri-1

নামে সংস্থার সঙ্গে কাজ করতে শুরু করি।

প্রশ্ন- কিভাবে কাজ শুরু করলেন--

প্রেমলতা ঃ এরাইজ মূলত মানব পাচার,মাদকসেবনের বিরুদ্ধে কাজ করে। এখানে এসে দেখেছি, চা বাগান বস্তিতে বহু মেয়ে পাচার হচ্ছে। মেয়েরা অনেক সমস্যায় রয়েছে। আমরা বিভিন্ন স্থানে যাই সংস্থার তরফে। সেখানে নাটক, নৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে সচেতন করছি ২০১৩ সালে।

প্রশ্ন- কি বলছেন কাজের মাধ্যমে-

প্রেমলতা ঃ নারী পাচার বিশ্ব জুড়ে চলছে। বিরাট একটি সমস্যা। এটি একবারে বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু কমতো করা যায়। সেই ভাবনা থেকে আমরা সচেতনতার প্রচার কাজ করছি। বহু মানুষ গরিব রয়েছে। আর এই গরিব অবস্থার সুযোগ নেওয়া হচ্ছে। এখন ফোন অনেক সহজ। সোশ্যাল মিডিয়াও সহজ। অনেকের কাজ দরকার। কাজের টোপ দিয়ে মেয়েদের পাচার করা হচ্ছে। পাচারকারীরা নানাভাবে টোপ দিচ্ছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে।

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-
প্রকৃতিকে ভালোবাসুন। ফুলের সঙ্গে থাকুন।

অশোক সরকার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি

শ্রীশ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠের যাবতীয় লেখালেখি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ সেবার যাবতীয় আয়োজন করতে হয়। এই মঠের আমি সেবক। বিঘাখানেক জমির ওপর এই মঠের অবস্থান। ভোর সাড়ে চারটেয় মঠ খোলে, তখন মঙ্গলারতি হয়। তারপর আলোচনা, পাঠকীর্তন, সকালে প্রভাতি কীর্তন। নটার দিকে বিশেষ পুজো, ঠাকুরের অর্চন পুজো। দুপুরে বারোটা একটায় ভোগরাগ হয়। তারপর ঠাকুরের শয়ন হয়। তারপর আবার চারটেয় ঠাকুরকে দর্শন। ছটা থেকে সাতটা সন্ধ্যারতি, সন্ধ্যারতির পর পাঠকীর্তন, ভাগবত পাঠ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ইত্যাদি। পাঠে চল্লিশ পঞ্চাশ জন শ্রোতা রোজই হয়। তারপর রাত নটায় আবার ভোগ, ভোগের পর আবার শয়ন। আমাদের মঠ হলো বৈদিক সংস্কার, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাদর্শ আমরা মেনে চলি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে বৈরাগ্যপ্রধান শিক্ষা ভালো না খাইবে, ভালো না পড়িবে তার একটা নিদর্শন আমাদের এই মঠে রয়েছে। আর গ্রামেগঞ্জে গিয়ে হরিনাম সংকীর্তন বা ভাগবত ধর্ম প্রচার করাই আমাদের মূল্য লক্ষ্য। এই মঠে আমরা তেরো চৌদ্দ জন রয়েছি। বৃদ্ধবৃদ্ধা, যাদের দেখার কেউ নেই তাদেরকেও আমরা রাখি। তারা হরিকথা শোনে , হরিনাম করেন, প্রসাদ পেয়ে তারা এখানেই থেকে যান। এখানে অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, উপনয়ন হয়। দোল পূর্ণিমা, রথ যাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমি, অন্নকূট মহোৎসব, রাস পূর্ণিমা, রামনবমী , শিব চতুর্দশী পালন, নৃসিংহ চতুর্দশী অনুষ্ঠান হয়। নৃসিংহদেবের প্রার্থনা, যজ্ঞ হয়। সব অনুষ্ঠান সমারোহে হয়। সেই সব অনুষ্ঠান থেকে সকলকে অন্ন, শাকসব্জি ডাল, খিচুড়ি প্রসাদ বিতরন করা হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভুরি ভুরি দান করেছেন। আমরা যে জিনিসটি দিতে চাই, তা হলো, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন। মানুষকে যাতে আর কোনও সমস্যায় পড়তে না হয় সেটাই আমরা সকলকে বোঝাতে চাই। যাতে ভগবৎ ধামে সকলে যেতে পারেন। ভগবৎ ধামে যাওয়ার একটি পথই আছে তা হলো নির্মল ভাগবত ধর্ম অনুশীলন করা। জীব কিন্তু দুঃখী না, সে হলো অমৃতস্য পুত্র। জীবকে তাই তার আসল বাসস্থান ভাগবত ধামে যেতে হবে। আর সেই ভগবত ধামে যাওয়ার সহজ রাস্তা হলো ভক্তি যোগ। এজন্য আমাদের হৃদয় পরিস্কার করতে হবে। হৃদয় পরিস্কার করতে হলে মহাপ্রসাদ গ্রহন করতে হবে, মহামন্ত্র তারক ব্রহ্ম নাম -- তার জপ শ্রবন, সংকীর্ত্তন করতে হবে। শুনতে হবে অমৃতময় ভাগবত কথা। যে একবার ভগবত ধামে যায় , তাকে আর এই সংসার জগতে আসতে হবে না। দুটো বিষয় রয়েছে। একটি পুণ্য, আর একটি সুকৃতি। পুণ্য হলো সৎ কর্ম, সামাজিক যে অন্ন বস্ত্র। তিন প্রকার আহার রয়েছে আমাদের। দেহের আহার, মনের আহার। আর আত্মার আহার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, আত্মাকে পুষ্ট করতে হবে। আত্মাকে পুষ্ট করলে ভগবানের দিকে অনুপ্রাণিত হবো। আর ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ ।শ্রীকৃষ্ণ হলেন সর্বাকর্ষক। সত্য, ত্রেতা , দ্বাপর, কলি এই চার যুগের যত অবতার হয়েছেন সব অবতারগন শ্রীকৃষ্ণ থেকে এসেছেন। আমরা ভগবানের বিভিন্নাংশ। আমরা সকলে সেবক, সাধারণ জীব। আমরা ত্রিতাপ জ্বালাতে ভুগছি। শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়াতেই আমাদের যত দুঃখ। রাধাকৃষ্ণ সকলের ভগবান। দোল পূর্ণিমাতে এটাই সকলকে স্মরন করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোনও ভেদাভেদ করেননি। তিনি সকলের মেলবন্ধন চেয়েছিলেন। আজ তাই তা স্মরন করতে হবে।

CA. GHANASHYAM MISHRA
F.C.A. Grad C.W.A. DISA (ICAI)
Chartered Accountant

Partner
SAHA & MAJUMDER
Chartered Accountant

Office :
"Nirmala Bhawan"
Hill Cart Road, Siliguri
Darjeeling, WB-734001
Phone : +91-0353-2432278

Residence :
Majumder Colony
Mahananda Para
Siliguri-734001
Darjeeling (W.B.)

Mobile : +91-94343-08147
e-mail : gmishra11@yahoo.com

বসন্ত সঙ্গীত

নির্মলেন্দু দাস
(কবি চন্দ্রচূড়---শরৎ চন্দ্র পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

পুষ্প তার সৌরভের জন্য প্রাণ পেয়েছে,
অতি যা সত্য তাকে গ্রহণ করে কাল জয়ী হয়েছে।
আমি পেয়েছি তার অনুপ্রেরনা
আর ভালবাসার গান।
ভালবাসার গান আর মরমী গান
আমার প্রেমিকার গান
বৃন্ত থেকে খসে পড়া নক্ষত্রের গান
চিকন বেনুনীর গান
গান শুধু গান
বসন্ত বিজয়ের গান।
ওগো আমার পুষ্পের সৌরভ
প্রেমিকার অঙ্গন লাজুক বসন
ওগো আমার সুন্দরী
আমার গৌরবের কাঞ্চন বসন্ত পবন
আমার ভালবাসার গান
গান শুধু গান
বসন্ত মঞ্জরীর গান।
ওগো আমার চঞ্চল প্রাণ
আমার প্রেরণার তৃষিত ত্রাণ
ওগো আমার মাধুরী, আমার সহচরী
আমার হৃদয়ের গান
সবুজ বনানীর গান।
গান শুধু গান, বসন্ত গৌরবের গান।

বিরহী বসন্ত

গোপা দাস
(শরৎ চন্দ্র পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

আমার বসন্তে ফাগুন এলো রামধনু রং নিয়ে
আমি তাকে রং দেবো ভাবছি মনে মনে।
ফাগুন আমার রাঙ্গিয়ে পলাশ খেলায় ওঠে মেতে
মলয় বাতাস আবীর মাখে নিজের কোমল হাতে।
আমরা সবাই মন মিলিয়ে রাঙ্গি নতুন সাজে,
বসন্ত তাই যৌবন পেলো তরু শাখে শাখে।
ঐ দিকে যে---
বিরহী রাধা আবীর মাখে কৃষ্ণ-উতলা মনে
বসন্ত তাই ঠাকুর ঘরে বছর ভরে টানে।
এমন সুখের ভুবন আমার, সুখ তবু কৈ?
বলনা তোরা অষ্ট-সখী বলনা তোরা সই?
বসন্ত ওগো যায় যে চলে কোথায় তারে পাই?
আমি যে দীন-দুঃখিনী, আমার কিছু নাই।

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত
Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার
সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।
Donation is Exempted U/S 80G
Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010
approved from 07--12-2009
visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)
'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরণি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

নারী পাচারের বিরুদ্ধে লড়ছেন প্রেমলতা স্যামুয়েল

(শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া শালবাড়িতে থাকেন গৃহবধূ প্রেমলতা স্যামুয়েল। তাঁর বাড়ি বেঙ্গলুরুতে। পেশায় তিনি ছিলেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার। বেঙ্গালুরুতে থাকার সময়ই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় স্বদীপ্ত স্যামুয়েলের। স্বদীপ্ত স্যামুয়েল একজন সমাজসেবী। তারপর স্বদীপ্ত স্যামুয়েলের সঙ্গে সমাজসেবার টানে চলে আসেন উত্তরবঙ্গে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন স্বদীপ্ত স্যামুয়েলের সঙ্গে। উত্তরবঙ্গের চা বাগান বনবস্তিতে মেয়ে পাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার কাজ করছেন প্রেমলতাদেবী। তিনি মাদকের নেশার বিরুদ্ধেও কাজ করছেন। বেথেল চার্চ এসোসিয়েশনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এরাইজ নিয়ে তাঁরা কাজ করছেন সচেতনতার জন্য। প্রেমলতাদেবী নিজে নাটক লেখেন, তারপর সেই নাটক দিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে সচেতন করছেন সকলকে। খবরের ঘন্টার মুখোমুখি হয়ে কি বলছেন তিনি, পড়ুন----)

প্রশ্নঃ আপনার জন্ম কি বেঙ্গালুরুতে--

প্রেমলতা ঃ হুমম। বেঙ্গালুরুর হুবলি শহরে জন্ম। বিয়ের পর ২০১২ সালে উত্তরবঙ্গে আসি।

প্রশ্নঃ কিভাবে যুক্ত হলেন সমাজসেবায়-

প্রেমলতা ঃ আমার স্বামী আগে থেকেই এনজিওতে ছিলেন। তারসঙ্গেই যুক্ত হয়ে পড়ি। বেথেল চার্চ এসোসিয়েশনের এরাইজ

নানা ফুল নিয়ে দোল খেলে প্রকৃতি!!

অশোক সরকার
(আশ্রম পাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা। আমি অশোক সরকার বলছি শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়া থেকে। আমার সন্তানেরা হলো বিভিন্ন গোলাপ ফুল। দোলের আগে বলবো, রংতো ফুলের মধ্যেই রয়েছে। প্রকৃতিতেই রং রয়েছে। গোলাপ দিয়ে রং হতে পারে।গোলাপ দিয়ে পারফিউম হতে পারে। গোলাপ দিয়ে খাবারের স্মেলও হতে পারে। রোজ স্মেল। গোলাপ দিয়ে অনেক আবির হতে পারে। গোলাপ জল হচ্ছে। বাজারে যা পাই সব প্রকৃতি থেকেই।

আমার গোলাপ ফুলের নেশা বারো বছর বয়স থেকে। এখন বয়স৫৭। স্কুল জীবন থেকেই নেশাটা চাপতে থাকে। এখনও গোলাপ ফুল নিয়ে কালচার করে যাচ্ছি। ষাট-পঁয়ষট্টি রকমের গোলাপ ফুলের প্রজাতি রয়েছে। নানারকম নাম তাদের। লাল, নীল, হলুদ, সাদা সহ বিভিন্ন ধরনের গোলাপ। বাইরে থেকে এসব সংগ্রহ করি। মেদিনীপুর থেকেও গাছের চারা আনি। ঘেঁষ কয়লা দিয়ে পরিচর্যা করি। টবের মধ্যে সেই বিশেষ কয়লারাখি। জল দেওয়া হয় ।খরার দিনে তিনবারও জল দিতে হয়। গাছকে খাবারও দিই। ভার্মি সহ বিভিন্ন রকম খাবার দিই। গাছকেদেখে বুঝতে হবে কখন কি চাইছে গাছ! আজকাল ফুলের পরিচর্যা একেবারে উঠে গিয়েছে। শিশুদের অভিভাবকদের আজকাল তেমন উৎসাহ দেখি না । অভিভাবকরা যদি শিশু সন্তানদের একটি দুটি করে হলেও সামান্য গাছের প্রতি পরিচর্যা বাড়িয়ে দেওয়ার আগ্রহ দেখান তবে ভালো হয়। অনেক পুরস্কারও পেয়েছি গাছের চর্চা করি। শিলিগুড়ি ফ্লাওয়ার শো থেকে পরপর তিন বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। পকেটের পয়সা দিয়েই আমি গোলাপের পরিচর্যা করি। এখান থেকে আমার লাভ নেই। আসলে গোলাপের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই কাজটি করি। দোলযাত্রার আগে বলতে চাই, এখন নানারকম হাবিজাবি রং দিয়ে দোলখেলা হয় ।তাতে ত্বকের রোগ হয়। কেমিক্যাল রং ব্যবহার হচ্ছে। সেই সব দিয়েদোল খেলার জেরে স্কীনের ক্ষতি হচ্ছে। সেই জন্য জৈব আবীর ব্যবহার করা যায়। সকলে ভালো থাকুন। দোলযাত্রায় মেতে উঠুন। তবে প্রকৃতি এবং গাছের প্রতি ভালোবাসা রাখুন।

সকলকে দোল যাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট, মাতৃ সংঘ এবং
স্থানীয় বাসিন্দাদের আয়োজনে

দোল উৎসব

মহাকাল পল্লী, শিলিগুড়ি।
সবাই শান্তিতে দোল খেলুন। বজায় রাখুন স্বাস্থ্য সচেতনতা

জ্যোৎস্না আগরওয়াল
কর্ণধার,
উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট।

বসন্তের রাণী

মুকুল দাস
(বয়স--৯৬, শরৎপল্লী হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

এসো গো-- বসন্তের রাণী বসন্ত
তোমায় দিচ্ছে হাত ছানি।
বসন্ত ডাক শুনে করছে কানাকানি।
এসো গো বসন্তের রাণী।

জুঁই ,চামেলি, টগর, বেলি হাসনাহানু সুগন্ধ ছড়াবে, তোমায় দেখে।
বসন্ত, তোমায় দেখে-- ফুলেরা ফুটবে হাস্যমুখে।
রঙ্গিন প্রজাপতি পাখনা মেলবে, ফুলে মধু খাবে দুলে দুলে।
মায়ের পত্রশূন্য দেহ--কঙ্কালসার,
ওহে বসন্ত, তবুও তোমায় দিচ্ছে উপহার।
বসন্ত, তুমি করোনা অহংকার।

বসন্ত তুমি আনো স্নিগ্ধ সমিরন,
তোমার পরশে সবাই জুড়াবে মনো-প্রাণ।
এসো গো বসন্তের রাণী,
বসন্ত করছে কানাকানি,
এসো গো বসন্তের রাণী।

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার
বি.এস.সি. এম.বি.বি.এস.ডি.ও. (লণ্ডন)
এফ.আর.সি.এস. এডিনবার্গ
(চক্ষু বিশেষজ্ঞ)
সভাপতি, বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি
ফোন ঃ ৯৮৩২৫০৮৯৫৩, ৯৯৩৩১৯১৯৬০

দোলে বজায় থাকুক শান্তি

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা

সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা। প্রতিবছরের মতো এবারেও আমাদের শিলিগুড়ি মহাকাল পল্লীতে দোল যাত্রা উৎসব হবে। পৌষ মেলার প্রাঙ্গন থেকেই শুরু হবে উৎসবের সূচনা। উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট, মাতৃ সংঘ এবং স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ মিলিয়েই দোল উৎসব হবে। ওয়ার্ডের শিল্পীরা নাচ গানে অংশ নেবে। দোল হলো রংয়ের খেলা। সম্প্রীতি রেখেই দোল খেলা হোক। সামনে ভোট আছে। ভোট যেন শান্তিতে শেষ হয়। কোনো মায়ের কোল যেন খালি না হয় রাজনৈতিক মতভেদে, এটাই আমরা সকলের কাছে আবেদন করবো। শিলিগুড়িতে আমরা শান্তিতেই ভোট দেখে আসছি। আমরা হানাহানি দেখি নি। ভোটেও তেমনটাই চাই। দোলেও সেই প্রার্থনাই করবো। অন্যদিকে বলবো, করোনা এখনও যায়নি। এখনও করোনা আক্রান্ত ভর্তি হচ্ছেন মেডিকেলে। টিকা বেরিয়েছে, সবাই যাতে টিকা গ্রহন করেন তার আবেদনই করবো। মাস্ক পড়ে থাকা দরকার। সুস্থ পরিবেশ তৈরি করা আমাদের সকলের কর্তব্য। যারা যুবক রয়েছে তাদের বলবো, মুখে মাস্ক পড়ে বাড়ি থেকে বের হউন। যাতে আপনাদের থেকে বাড়ির বয়স্করা করোনায় আক্রান্ত হয়ে বিপদে না পড়ে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখিকা উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্টের প্রধান কর্ণধার এবং বিশিষ্ট সমাজসেবিকা)

দোলযাত্রার মাহাত্ম্য

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস
(সভাপতি, শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির)

দোলযাত্রা হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের দোলপূর্ণিমা। এই দোল যাত্রার বিশেষ মাহাত্ম্য হচ্ছে, বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণকে ঘিরে নিজেদের মধ্যে রং বা দোল বা বসন্তের উৎসব উদযাপিত হয়। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো, এই পূর্ণিমার দিনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপ মায়াপুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই কৃষ্ণ ছিলেন, তিনি ৫৩৪ বছর আগে আবির্ভূত হন। দ্বাপর যুগে যিনি কৃষ্ণ ছিলেন তিনিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। নিমাই বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মায়ের নাম ছিলো শচী মাতা, বাবা ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র। ব্রজের কানাই নিমাই রূপে তিনি আবির্ভূত হন। কলি যুগের যুগ ধর্ম নাম সংকীর্ত্তন তিনি প্রচার করেছিলেন। তিনি বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম। সারা পৃথিবীর নগরে গ্রামান্তরে শ্রীকৃষ্ণের নাম, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম প্রচারিত হবে তা পাঁচশ বছর আগে তিনি ভবিষ্যতবাণী করে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই ভবিষ্যৎবাণী আজ সফল হয়েছে। প্রভুপাদ, যিনি ইসকন প্রতিষ্ঠাতা , আজ বিশ্বজুড়ে সেই ভবিষ্যৎবাণী সফল করেছেন। আজ সারা বিশ্বে ইসকনের ৫০০ সেন্টার। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় ইসকন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক মন্দিরে দোলযাত্রা উৎসব মহাসমারোহে হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ধ্যের সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেজন্য নবদ্বীপে গঙ্গায় স্নান করে হরিবোল ধ্বনি দেন অনেকে। সেই হরিবোল ধ্বনি সারা বিশ্বে ধ্বনিত হচ্ছে। সেই দোল যাত্রা বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ। শিলিগুড়ি সহ সর্বত্র ইসকন সেন্টারে দোলযাত্রা উৎসব পালিত হবে। এবারে যেহেতু করোনার পরিবেশ রয়েছে তাই একটু সতর্কতা রয়েছে। করোনার কারনেই হয়তো মায়াপুরে বিদেশী ভক্ত সমাগম কম হবে। সবাই বসন্ত উৎসব পালন করুন। করোনার জন্য সবাই দুরত্ব মেনে চলুন। মেনে চলুন স্বাস্থ্য বিধি।

(লেখক শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের সভাপতি)

বসন্ত এসে গেছে

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়

প্রতিবছর দোলের দিন আমরা সবাই মিলে আবির ও নানারকমের রং নিয়ে উৎসবে মেতে উঠি। অন্যকে রং মাখাবার সময় আমাদের যেমন আনন্দ হয় তেমনি আমরা রং খেলে ভুত সেজে বাড়িতে ফিরে শরীর থেকে রং তুলতে কষ্টও হয়। স্নানের পর লুচি-মিষ্টি খাওয়ার পালা।

গতবছর করোনা ভাইরাসের জন্য দোল উৎসব আমরা ঠিকভাবে পালন করতে পারিনি। এবছর দোলের দিন শুধু আবির দিয়ে খেলব। প্রথমে ঠাকুরের পায়ে আবির দিয়ে তারপর গুরুজনদের পায়ে দেব। যেহেতু এবছর পুরোপুরি করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কমেনি সেহেতু আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করে বন্ধুদের সাথে দোলে মেতে ওঠাই ভালো। এরপর মায়ের গানের অনুষ্ঠানে গিয়ে যোগদান করব। গানের তালে তালে নেচে ও আবির উড়িয়ে সারা পারামায় ঘুরবো। গান শেষ হলে চলবে মিষ্টিমুখ করার পালা।

আমাদের রংখেলার খুশির মেজাজের পাশাপাশি প্রকৃতিতে জাগে আনন্দের উচ্ছ্বাস-বনের শোভা, রঙের আভা, আম্রমুকুলের সুবাস, কোকিলের কুজনে আকাশে-বাতাসে চলে বসন্তের উন্মাদনা।

(ক্ষুদে লেখিকা রুপকথা শিলিগুড়ি মাটিগাড়া দিব্যজোতি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী)

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

"মৃত্যুঞ্জয়ী হও, মৃত্যুকে করো অস্বীকার; মৃত্যু তোমার দেহের বিনাশ করে, তোমাকে নয়। কারণ, আত্মা অবিনাশী, অমর। তোমার সত্ত্বার আনন্তে, চেতনায় আনন্দে তুমি হবে অমরতার অধিকারী। আত্মা অসীম আর যা কিছু সান্ত তা অনন্তই ধারণ করে আছে।" - দিব্যপুরুষ শ্রী অরবিন্দ

সুশ্বেতা বোস

আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি শক্তিগড় গৌড়ীয় মঠে দোলযাত্রা

ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

হরে কৃষ্ণ। সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা। আমি শিলিগুড়ি শক্তিগড়ের শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ থেকে বলছি। ১৯৬৬ সালে এই মন্দির স্থাপনা হয়। এখানে ত্রিশ জন সেবক রয়েছেন। এই মন্দিরে ভোর পাঁচটেয় মঙ্গলারতি হয়। তারপর পুজো অর্চনা চলতে থাকে। আটটায় ভোগ হয়, আবার দুপুর বারোটায় ভোগ হয়। বারোটার ভোগের পর মন্দির বন্ধ হয়, তারপর বিকেল চারটেয় আবার খোলা হয়। বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে।

আমাদের শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র হলো শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে, নবদ্বীপে অবস্থিত। তারই শাখা মঠ হচ্ছে শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ। ভগবান শ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আজ থেকে ৫৩৪ বছর পূর্বে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শচিমাতার গর্ভে অবতীর্ণ হন। । তিনি এসেছিলেন জগতের জীবের কল্যানের জন্য। বদ্ধ জীবের যাতে মুক্তি হয় , তা নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বা গৌড় জয়ন্তী আমরা পালন করবো সুষ্ঠুভাবে। করোনা সচেতনতা মেনেই আমাদের অনুষ্ঠান হবে। মাস্ক পড়ে এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে অনুষ্ঠান হবে। ভগবানের নাম করে যদি করোনার এই সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা যায় তবে সকলের মঙ্গল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হলেন স্বয়ং ভগবান। দোলযাত্রা বা গৌড় পূর্ণিমাতে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান হবে। ভোর থেকে তাঁর নামকীর্তন হবে, হরিকথা হবে, ভাগবত পাঠ হবে। সারাদিন ধরে অনুষ্ঠান হবে। সেদিন আমরা সারাদিন ভগবানের নাম করবো। আমরা সকলে উপোস থেকে ভগবানের নামগান করবো। ভগবানকে সাজিয়ে তুলবো। মঠ সাজিয়ে তোলা হবে। সকলকে বার্তা দেওয়া হবে, তোমরা সকলে মহাপ্রভুর বাণী ও কথা স্মরন করো। তাতে সকলের ভালো হবে। আমরা মায়ার কারাগারে রয়েছে। এই বদ্ধ অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন-বাণী স্মরন ও নামকীর্তন থেকে। করোনার জ্বালাও আমাদের অনেক ভালো রাখতে পারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী অনুসরন করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগতের কল্যানের জন্য এসেছিলেন। দোলযাত্রাতে সেটা ভালো করে মনে রাখতে হবে।

(লেখক শিলিগুড়ি শক্তিগড় শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ)

With Best Compliments From :

Dr. Prakash Agarwal
M.B.B.S. (KOL), M.D. (IMS, BHU) DVL FAM
Skin Specialist, Cosmetologist

MEHI SKIN CLINIC

2nd Floor, Galaxy House,
Besides P.C. Mittal Bus Stand
Sevoke Road, Siliguri-734001

Ph. : 83710-73135/9933390009
whatsapp : 7388109620
e-mail : drpagarwal0301@gmail.com